মৃদঙ্গার

রাজভাষা বিভাগের বাংলা পত্রিকা

পত্রিকা সংখ্যা - ৬, বছর - ২০২৪-২৫

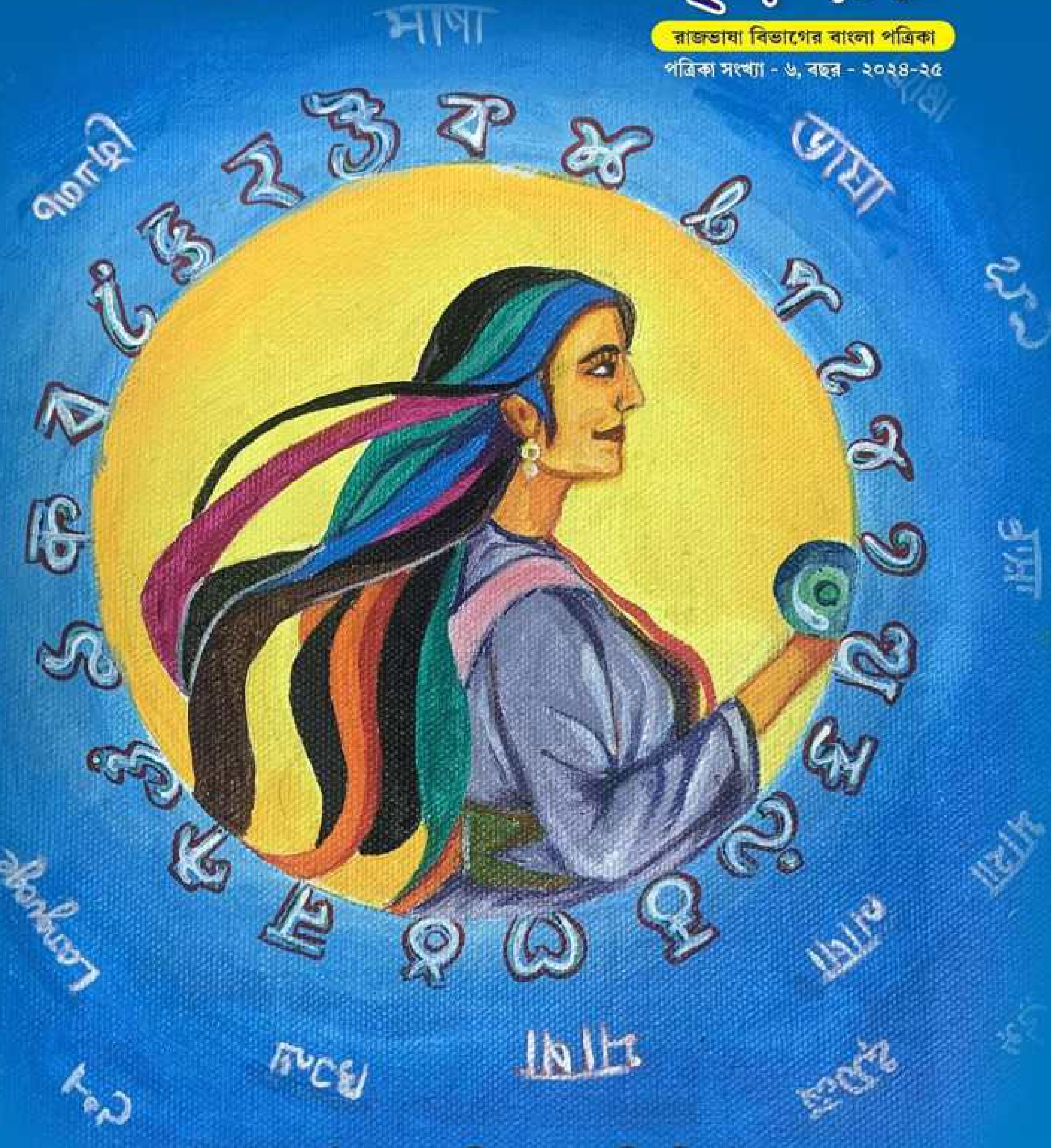

ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্ লিমিটেড

(কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড-এর একটি অনুসঙ্গী কোম্পানি)

সাঁকতোড়িয়া, পোস্ট ঃ ডিসেরগড়, জেলা ঃ পশ্চিম বর্ধমান (পঃ বঃ), পিন-৭১৩৩৩৩

ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্ লিমিটেড-এর
ঘরোয়া সাহিত্য পত্রিকা

মৃদঙ্গার

পত্রিকা সংখ্যা - ৬, বছর - ২০২৪-২৫

মৃদঙ্গার পরিচালক মণ্ডলী

প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক :
সতীশ ঝা
অধ্যক্ষ তথা পরিচালন অধিকর্তা,
ইসিএল

পৃষ্ঠপোষক :

মো. আনজার আলম
নিদেশক (বিত্ত), ইসিএল

নীলাদ্রি রায়
নিদেশক (প্রযুক্তি) সঞ্চালন
এবং
যোজনা ও পরিযোজনা, ইসিএল

দীপ্তি পটেল
মুখ্য সতর্কতা অধিকারী

প্রধান সম্পাদক
গুঞ্জন কুমার সিনহা
নিদেশক (কার্মিক), ইসিএল

সম্পাদক :
ববিতা মাহাতো

সহ-সম্পাদক :
নমিতা মাঝি সরেন
রাজভাষা বিভাগ

প্রচ্ছদ :
অভিনন্দন দাস
সালানপুর এরিয়া

সম্পাদকীয় কার্যালয় :
ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্ লিমিটেড,
অধ্যক্ষ তথা পরিচালন অধিকর্তার
কার্যালয়, রাজভাষা বিভাগ,
সাঁকতোড়িয়া, পো: ডিসেরগড়,
জেলা: পশ্চিম বর্ধমান, রাজ্য -
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩৩৩৩

সূচীপত্র

লেখা	লেখক	পৃষ্ঠা
সততার সংস্কৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি	সতীশ ঝা	১
জল-মানুষ-জীবন	মো. আনজার আলম	৪
ইসিএলে খনি সুরক্ষা আমাদের অগ্রাধিকার	নীলাদ্রি রায়	৫
ইসিএল ভাষাগত সংস্কৃতির রক্ষক	গুঞ্জন কুমার সিনহা	৮
সচেতনা পত্রিকা ঃ ইসিএলের সতর্কতা সচেতনতার প্রতীক	দীপ্তি পটেল	৯
সম্পাদকীয়	ববিতা মাহাতো	১০
অবদানে	শম্ভুনাথ পাল	১১
স্মৃতি গুলো	শিপ্রা দাসগুপ্ত	১১
এই মেয়ে	মহুয়া সাধু	১২
নারীর দানে	বিকাশ মণ্ডল	১৩
একটি প্রশ্ন	বিকাশ মণ্ডল	১৩
ছলনা	দিলীপ কুমার আচার্য্য	১৪
পন্থা	শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্ত	১৬
বাঁকুড়া	পার্থ চৌধুরী	১৭
নব আশা	পার্থ চৌধুরী	১৭
বাস্তব	সোনালী চট্টরাজ	১৮
অভাব	তরুণ কুমার দাস	১৮
প্রিয় কোল ইন্ডিয়া	সুদীপ চ্যাটার্জী	১৯
ইচ্ছে	ববিতা দাশ কোনার	২০
রণভূমি	ববিতা দাশ কোনার	২০
স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ	ডাঃ প্রকাশ হালদার	২১
স্কুলের আহ্বান	ডাঃ প্রকাশ হালদার	২৪
এটাই স্বপ্ন	আশা গোপ	২৪
ইসিএলের দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় হিন্দি সম্মেলন		২৫
সবুজের ঠিকানা	শুভশ্রী দাস	২৮
শ্যামাঙ্গিণী	পার্থ চৌধুরী	২৯
প্রকৃতির মান	পূর্ণিমা দাস	৩১
দিনদুঃখী	রাজেন সাধু	৩১
চৈত্র অবসানে	সুকুমার পাল	৩২
চিত্রকলা	মান্যতা মণ্ডল	৪০
চিত্রকলা	মাহি সরেন	৪০
চিত্রকলা	ঐশ্বরিয়া সাধু	

দাবিত্যাগ ঃ মৃদঙ্গার-এ প্রকাশিত রচনাগুলি লেখকের একান্ত নিজস্ব এবং রচনার মৌলিকত্বের দায়ভার সম্পূর্ণভাবে লেখকের। মৃদঙ্গার সম্পাদকমণ্ডলী, রাজভাষা বিভাগ এবং সর্বোপরি ই.সি.এল. কর্তৃপক্ষ-এ বিষয়ক সমস্ত দাবী অস্বীকার করে।

প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক

সততার সংস্কৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি

Culture of Integrity for Nation's Prosperity

আগামী দিনে আমরা ভারতীয় নাগরিকরা বিশ্বের দরবারে আমাদের দেশকে কোথায় দেখতে চাই? এটি এমন একটি প্রশ্ন যা আমি নিজেকে এবং আপনাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। অবশ্যই, এখানে আমাদের সকলের উত্তর হবে যে আমাদের রাষ্ট্রের সক্ষম, শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু এটা কি সহজ? আমার কথা হলো- হ্যাঁ, খুব সহজ। কিন্তু কিভাবে? সততার সংস্কৃতি গড়ে তোলার মাধ্যমে আমরা সক্ষম হতে পারি, শক্তিশালী হতে পারি এবং আমরা সমৃদ্ধ হতে পারি।

কিন্তু এটা সরকারের কাজ। আমরা কি করতে পারি? সুতরাং আমাদের জানা উচিত যে সমাজ ব্যক্তি থেকে তৈরি হয় এবং একটি রাষ্ট্র সমাজ থেকে তৈরি হয়। ব্যক্তি হচ্ছে রাষ্ট্রের একক। প্রত্যেক ব্যক্তি থেকেই এই ভারত তৈরি হয়েছে। এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব হ'ল নিজের মধ্যে এমন গুণাবলী তৈরি করা যা দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলবে। ব্যক্তি পর্যায়ে একে গুণ বলা হয়, কিন্তু যখন প্রতিটি ইউনিট বিকশিত হয় এবং একটি সম্মিলিত রূপ নেয়, তখন তাকে সংস্কৃতি বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে, সংস্কৃতি গুণাবলীর একটি সম্প্রদায় যা মানুষ বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করে। সংস্কৃতি প্রধানত মানুষের বুদ্ধি, প্রকৃতি, মনোভাব থেকে হয়।

সমানী ব আকুতিঃ সমানি হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মানো যথা বঃ সুসহসতি।

ঋগ্বেদ ১০.১৯১.২,৪

অর্থাৎ আমাদের সংকল্প এক হওয়া উচিত, আমাদের হৃদয় এক হওয়া উচিত, আমাদের মন এক হওয়া উচিত যাতে সমাজ সুখী থাকে।

এখন প্রশ্ন হলো- রাষ্ট্রের সংস্কৃতি কেমন হওয়া উচিত? অর্থাৎ, কী কী গুণাবলী স্বতন্ত্রভাবে আত্মস্থ করতে হবে এবং বিকশিত করতে হবে? এক স্বরে আমরা সকলেই বলিতে পারি - সত্যম্ বদ্ ধর্ম চর স্বধ্যানাম প্রমঃ। আচারস্য প্রিয়ং ধনমংঠ প্রজাতান্তুং মা বৈবচেতসিঃ। সত্য কথা বলো, ধার্মিকতা অভ্যাস করো, আত্মঅধ্যয়নে অলসতা কোরো না। মানুষের কখনই সেরা কাজগুলি থেকে দূরে থাকা উচিত নয়।

কিন্তু সত্য কেন? কারণ।।

সত্যেন ধার্য্যতে পৃথ্বি সত্যেন তাপতে রবি।
সত্যেন বাতি বায়ুশ্চ সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্।

অর্থাৎ, পৃথিবী সত্যের উপর স্থাপিত, সূর্য সত্যের আলোয় আলোকিত হয়, বাতাস কেবল সত্যের দ্বারা প্রবাহিত হয় এবং সমগ্র বিশ্ব সত্যের উপর নির্ভর করে।

এখন, দ্বিতীয় যে গুণটি আমাদের আত্মস্থ করতে হবে তা হ'ল আনুগত্য। আনুগত্য মানে বিশ্বাস। 'নিষ্ঠাং ধৃতিঃ সত্যম' মানে সত্য বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। আমরা আপনার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করি। একইভাবে, কোল ইন্ডিয়া কয়লা শ্রমিকদের সততার উপর নির্ভর করে। এই দুটি গুণ যখন সম্মিলিত রূপ ধারণ করে এক হয়ে যায়, তখন তাকে সততা বলে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ সত্য থেকে দূরে সরে যেতে পারে কিনা। উত্তর একেবারেই না। মানুষ চাইলেও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। তাহলে আমরা কেন তাতে আস্থা রাখব না। আমরা কেন সত্যবাদী হই না।

আমরা সকলেই সৃষ্টি, মর্যাদা (সম্মতি) এবং ধ্বংস সম্পর্কে অনেক শুনেছি তবে আরও দুটি কাজ (কার্য) রয়েছে - তিরোধন এবং অনুগ্রহ। তিরোধন অর্থ অদৃশ্য হওয়া, ভুলে যাওয়া ইত্যাদি। একই সময়ে, অনুগ্রহ মানে অনুগ্রহ। এই প্রতিরোধের কারণে আমরা ভুলে গেছি আমরা কারা। আমরা সত্যের মূর্ত প্রতীক। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হবে কীভাবে। সুতরাং অনুগ্রহ প্রাপ্তির মাধ্যমে তা উপলব্ধি করা হবে। আর এই অনুগ্রহ সততায় রূপান্তরিত হয় এবং আমরা সত্যবাদী হই। আমরা সত্যের সন্ধান করি। এই উদ্দেশ্য নিয়ে, ভারত সরকার ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ (VAW 2024) এর উপলক্ষে ভারতের জনগণকে তিরোধন থেকে মুক্ত করতে এবং অনুগ্রহ অর্জনের জন্য যথাযথ দিকনির্দেশনা দিয়েছে, "অখণ্ডতার সংস্কৃতির সাথে রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি" এর শপথ নিয়েছে, যা অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য। ইসিএল পরিবার সহ পুরো কয়লা পরিবার এতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সততার সংস্কৃতি গড়ে তুলে দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলব। আমরা সংকল্প করি।

এখন আমরা সমৃদ্ধি বুঝি। এটা কি? সমৃদ্ধির আভিধানিক অর্থ, মহান সমৃদ্ধি, সাফল্য, প্রভাব, প্রাচুর্য, প্রাধান্য, বৃদ্ধি। ব্যক্তিগত পর্যায়ে, আমরা সমৃদ্ধি বলতে এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝাতে পারি যার মধ্যে একজনের জীবনের সমস্ত দিক ভাল। কিন্তু ভারত সর্বদাই 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, সমৃদ্ধি মানে সম্পূর্ণ মানব কল্যাণ। ভারত যদি সর্বক্ষেত্রে সমৃদ্ধ হয়, সর্বক্ষেত্রে সফল হয়, বৈশ্বিক স্তরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, সম্পদের প্রাচুর্য থাকে, তাহলে বিশ্বে সমৃদ্ধিও আসবে, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ কোথাও সমৃদ্ধি থাকলে তা সূর্যের কিরণের মতো ছড়িয়ে তার আলোয় সবাইকে আলোকিত করবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন , আমি যখন উন্নত ভারতের কথা বলি, তখন এটি কেবল একটি শব্দ বা অনুভূতি নয়, এটি প্রতিটি পরিবারের জীবনকে সমৃদ্ধ করার অভিযানও। এটি উন্নত ভারতের দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা তৈরির একটি অভিযান। আত্মনির্ভর ভারতের শক্তিতেই গড়ে উঠবে উন্নত ভারত। আত্মনির্ভর ভারত তখনই ঘটবে যখন দেশের ক্ষুদ্র শক্তি জেগে উঠবে।

আমাদেরও একটি ছোট ইউনিট আছে, একটি ছোট শক্তি। রাষ্ট্র গঠনে আমরা কী অবদান রাখতে পারি? তাই আমাদের সব সময় সচেতন থাকতে হবে যে আমরা কয়লা পরিবারের সদস্য। আমরা কয়লা উত্তোলন করি এবং কয়লা শক্তির উৎস। সর্বত্র, সমগ্র মানব বিকাশে শক্তির প্রাধান্য সুবিদিত, যেখানে স্বনির্ভরতা যে কোনও রাষ্ট্রকে উন্নত এবং সমৃদ্ধ করে তোলে। উন্নত ও আত্মনির্ভর ভারতের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যগুলির সাথে সমন্বয় করে, কয়লা, কোল ইন্ডিয়া মন্ত্রক এবং

ইসিএল পরিবারগুলি তাদের শ্রমের অংশগ্রহণের সাথে রাষ্ট্রীয় সংকল্পগুলি অর্জনের জন্য নিষ্ঠার সাথে কাজ করছে। মনে রাখবেন যে আমাদের শ্রমিকদের শ্রম দ্বারা উত্তোলিত কয়লার শক্তি, এবং এর ব্যবহার মানুষের জীবন আনন্দে ভরপুর।

নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রের প্রতি আলোকিত নাগরিকত্বের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে জাতির ক্রমাগত বর্ধিত শক্তির চাহিদা মেটাতে আমাদের সমস্ত শ্রমিককে শক্তির বৃহত্তম উৎস কয়লার উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে হবে। আমরা আমাদের রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন এবং আমরা কর্তব্যের পথে চলেছি। আমরা সততার সংস্কৃতির সাথে রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমাদের সততা পরিবেশ, কয়লার গুণমান, খনি সুরক্ষা, সামাজিক কর্পোরেট দায়বদ্ধতা, কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, মহিলা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন, প্রতিদিন নতুন প্রযুক্তির সাথে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। ইতিবাচক ফলাফল পেতে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি এবং সঠিক সিদ্ধান্তের সাথে প্রকল্পগুলি পর্যালোচনা করার মধ্যে আমাদের আন্তরিকতা রয়েছে। আমরা সবসময় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করি। জটিলতা হ্রাস করুন এবং বৈশিষ্ট্যগুলি বাড়ান। অবকাঠামো প্রকল্প ত্বরান্বিত করা । এছাড়াও আমরা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করি। আমাদের অঙ্গীকার হল একটি সহজলভ্য, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহি মূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা । ইসিএল বিচরাধীন মামলা জন্য গ্রামসভা, সাংবাদিক সম্মেলন, পরিবেশগত ক্রিয়াকলাপে জনসাধারণের অংশগ্রহণ, পেনশন আদালত ইত্যাদির মতো বেশ কয়েকটি বিশেষ প্রচার চালিয়েছে।

কয়লা শিল্প ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনে সর্বদা গতিশীল ভূমিকা পালন করেছে। ইসিএল অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি মাইলফলক দেখেছে। প্রতিটি নতুন প্রকল্প আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের প্রতি দেশের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। আমাদের সিএসআর একটি নতুন মানসিকতা, ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ, মিশন মোডে বাস্তবায়ন এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণের উপর ভিত্তি করে, যা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের পথ প্রশস্ত করেছে।

পরিশেষে বলি - আসুন আমরা সবাই মিলে সততার সংস্কৃতিসহ একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ রষ্ট্র গড়ে তুলি।

সতীশ ঝা
অধ্যক্ষ সহ পরিচালন অধিকর্তা
ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্ লিমিটেড

5 DECADES OF UNEARTHING ENERGY

পৃষ্ঠপোষক

জল-মানুষ-জীবন

জীবনের তিনটি মৌলিক চাহিদা বিবেচনা করা হয়েছে - খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান। এই তিনটি মৌলিক চাহিদা ছাড়াও এমন কিছু চাহিদা রয়েছে, যাকে ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বায়ু এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান জল। 'অমৃত' শব্দটি জলের প্রতিশব্দ এবং আমরা সবাই অমৃতের বিরলতা জানি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে জল অমৃতের মতো মূল্যবান পদার্থ হয়ে উঠছে।

জল একটি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এটি যদি বলা হয় যে এটি একটি প্রকৃতির চমৎকার উপহার তবে অত্যুক্তি হবে না। জল এবং জল থেকে উদ্ভূত জীবন সমাজের অগ্রগতিতে অবদান রেখেছে, যার উদাহরণ প্রাচীন উন্নত সভ্যতা। যত উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছে তার প্রায় সবগুলোই কোনো না কোনো নদী উপত্যকার কাছাকাছি হয়েছে।

পৃথিবীতে জল ৭০.৮% এবং স্থল ২৯.২%। ভূপৃষ্ঠের উপলব্ধ জলের মাত্র ৩% বিশুদ্ধ জল এবং ৯৭% সমুদ্রে আছে। সাগর জলের বিশাল উৎস হলেও এর লবণাক্ত জল শোধন ছাড়া ব্যবহার করা যায় না। জলের আরও অনেক উৎস রয়েছে যেমন নদী, পুকুর, বৃষ্টি ইত্যাদি। কিন্তু খরার কারণে বিশুদ্ধ জলের সম্পদের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে খুব দ্রুত। আগামী প্রজন্মকে যাতে জলের অপর্যাপ্ততার সম্মুখীন হতে না হয় সেজন্য জলের সুষ্ঠ ব্যবহার ও এর সংরক্ষণ করা সবার কর্তব্য।

কয়লা খনির সময়, যখন ভূগর্ভস্থ বা খোলা খনিতে কয়লা উত্তোলন করা হয়, তখন প্রায়শই জল বেরিয়ে আসে যা অপচয় হয় না তবে 'এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট' এর মাধ্যমে শোধন করা হয়, দরকারী করা হয় এবং আশেপাশের অঞ্চলে উপলব্ধ করা হয়, যা বিভিন্ন ধরণের চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন কাপড় ধোয়া, স্নান করা, গাছে জল দেওয়া ইত্যাদি। যেখানে কোনও ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নেই, সেখানে খনির জল ধুলো দমন, অগ্নিনির্বাপণ, মেশিন ধোয়া, জল স্প্রিংকলার ইত্যাদির জন্য খনির কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়।

রাষ্ট্রের অগ্রগতিতে আমাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, একই সাথে, একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে, আমাদের সকলের উচিত প্রকৃতির এই মূল্যবান উপহারকে সংরক্ষণ করা এবং জল সংরক্ষণে সহযোগিতা করা। আমাদের জল সংরক্ষণ, তার যথাযথ ব্যবস্থা এবং জল সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে হবে যাতে আমরা সমৃদ্ধ ও নিরাপদ জীবন বাঁচতে পারে। বর্ষাকালে অপচয় হয়ে যাওয়া জল সংরক্ষণের জন্য 'বৃষ্টির জল সংরক্ষণ' পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে, যা একটি কার্যকর ও আধুনিক পদ্ধতি। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, জল সংরক্ষণের মাধ্যমেই জল সংকটের সমাধান সম্ভব। ঋগ্বেদেও জলের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে 'অপপান্তরামৃতমপ্তু' অর্থাৎ জলে অমৃত আছে, জলে ওষুধ রয়েছে।

জল সংরক্ষম্ অনিবার্যম্ । বিনা জলং তু সর্বং হি নশ্যেত্ ।
দহং কষ্টং করোতি দূরম্ । জল সংরক্ষণম্ পরিহারকঃ ।।

(মো. আনজার আলম)
নিদেশক (বিত্ত), ইসিএল

পৃষ্ঠপোষক

ইসিএলে খনি সুরক্ষা আমাদের অগ্রাধিকার

Mine Safety is our priority at ECL

কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের একটি সহায়ক সংস্থা ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্ লিমিটেড (ইসিএল) ভারতের বৃহত্তম কয়লা উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির মধ্যে একটি। যেহেতু সংস্থাটি কয়লা উৎপাদন, ওভারবার্ডেন স্তর অপসারণ (ওবিআর) এবং কয়লা প্রেষণের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ট্র্যাক রেকর্ড নিয়ে গর্ব করে, তাই খনিগুলিতে তার কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হাতে হয়। আজ অবধি, ইসিএলের ২১টি উৎপাদনশীল ওপেনকাস্ট খনি, ৪৬টি উৎপাদনশীল ভূগর্ভস্থ খনি এবং ১০টি উৎপাদনশীল মিশ্র খনি রয়েছে। সব মিলিয়ে মোট ৭৭ টি উৎপাদনশীল খনি আছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ইসিএল মোট উৎপাদন করেছে ৪৭.৫ মিলিয়ন টন, যা আগের অর্থবছর ২০২২-২৩ সালে ছিল ৩৫.০ মিলিয়ন টন; এইভাবে ৩৫.৮% বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছিল।

এই সাফল্য সত্ত্বেও, ইসিএলের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হ'ল খনিগুলিতে সুরক্ষার স্তর উন্নত করা। ২০২৪ সালে, সংস্থাটি ০৪ টি ঘাতক এবং ০২ টি গুরুতর জখমের ঘটনা ঘটেছে। ভবিষ্যতে এই রকম ঘটনা রোধে কঠোর খনি সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং জোরালো সচেতনতা কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজন।

আমাদের খনিতে কর্মরত প্রত্যেকের জন্য খনির সুরক্ষা সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আমাদের কয়লা খনিগুলি আমাদের দেশের অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যা বিদ্যুৎ শিল্প এবং পরিবারগুলিকে একইভাবে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে। যাইহোক, এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা খনির সাথে যুক্ত অন্তর্নিহিত ঝুঁকিগুলি ভুলে যাব না।

খনি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আমাদের কয়লা খনিগুলির উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলি নিম্নরূপ -

- বর্তমান ক্যালেন্ডার বছর ২০২৪-এ এখনও যা আগের ক্যালেন্ডার বছরে ছিল ৭৭ শতাংশ পর্যন্ত আমাদের ৯২.২১ শতাংশ কয়লা খনি দুর্ঘটনামুক্ত হয়েছে। এর ফলে খনি সুরক্ষা মান ১৫.২১% বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি আমাদের খনি সম্প্রদায়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং উৎসর্গের সাক্ষ্য।

- ২০২১ ক্যালেন্ডার বছরে, আমাদের খনিগুলির ০৮ (আট) মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রীয় খনি সুরক্ষা পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। এই স্বীকৃতি একটি সুরক্ষিত এবং সুরক্ষিত কাজের পরিবেশ তৈরিতে আমাদের খনির দৃষ্টান্তমূলক প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।

- ২০২১-২২ আর্থিক বছরে আমাদের ০২ (দুটি) খনি যথা বাঁকোলা এলাকার শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারি এবং ঝাঁঝরা এলাকার ঝাঁঝরা প্রকল্পকে স্টার রেটিং পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। এই প্রশংসা আমাদের খনি দ্বারা অর্জিত খনি সুরক্ষা কর্মক্ষমতা সর্বোচ্চ স্তরের প্রতিফলিত করে, খনি সুরক্ষা অনুশীলনে শ্রেষ্ঠত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ হিসাবে তাদের পৃথক করে।

- ২০২৪ ক্যালেন্ডার বছরে, আমাদের ০১ (এক) খনি যথা বাঁকোলা অঞ্চলের শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারি কলকাতার বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত মাইন্স সেফটি অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪ চলাকালীন ভূমিগত খনি বিভাগে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে, যা এই ইভেন্টে অংশ নেওয়া ভারতের সমস্ত বৈচিত্র্যময় খনি গুলির মধ্যে যথা, ধাতব খনি এবং তেল নিষ্কাশন সংস্থাগুলির মধ্যে নির্মিত সবচেয়ে নিরাপদ ভূগর্ভস্থ কয়লা খনির একটি উজ্জ্বল উদাহরণ

স্থাপন করে।

- ইসিএলের ৯৩টি ওয়াইন্ডিং শ্যাফ্ট রয়েছে; যার মধ্যে ৫০ বছরেরও বেশি পুরনো ৫৭টি ওয়াইন্ডিং ইনস্টলেশন (Winding Installations) এক অনন্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এই পুরানো ইনস্টলেশনগুলি খনি শ্রমিকদের এবং খনিগুলির সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য খনি সুরক্ষা ঝুঁকি তৈরি করে।

এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইসিএল পুরনো ওয়াইন্ডিং শ্যাফ্ট (Winding Shaft) স্থাপনার নিরাপত্তা বাড়াতে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। মূল উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি হ'ল কোনও সম্ভাব্য সমস্যা (গুলি) সনাক্ত করা এবং তাদের তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করার জন্য সরঞ্জাম (গুলি) / মোতায়েন করা। ওয়াইন্ডিং শ্যাফ্ট (Winding Shaft) ইনস্টলেশন গুলির দৈনিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিদর্শন। ইসিএল বর্তমান খনি সুরক্ষা মান এবং বিধিগুলি পূরণের জন্য উন্নত খনি সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য সহ এই পুরানো স্টিম ওয়াইন্ডারগুলিকে বৈদ্যুতিক ওয়াইন্ডারগুলিতে আপগ্রেড করতেও বিনিয়োগ করেছে।

ইসিএল এই পুরানো ওয়াইন্ডিং শ্যাফ্ট (Winding Shaft) ইনস্টলেশনগুলির খনি সুরক্ষা উন্নত করতে উদ্ভাবনী সমাধানগুলি অন্বেষণ করতে শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং প্রযুক্তি সরবরাহকারীদের সাথে সহযোগিতা করেছে। এর মধ্যে সেন্সর এবং নজরদারি সিস্টেমের মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় যাতে খনি সুরক্ষা ঝুঁকি বাড়ার আগে সম্ভাব্য সমস্যাগুলি সনাক্ত করা যায়। বর্তমানে, ইসিএলে ৫৭ টি বাষ্প চালিত ওয়াইন্ডিং শ্যাফ্ট (Winding Shaft) এবং ৩৬ টি বৈদ্যুতিক ওয়াইন্ডিং শ্যাফ্ট (Winding Shaft) রয়েছে; যার মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ০৬টি স্টিম ওয়াইন্ডিং শ্যাফ্ট (Winding Shaft) বৈদ্যুতিক ওয়াইন্ডিং শ্যাফ্ট (Winding Shaft) রূপান্তরিত হয়েছে।

অতিরিক্তভাবে, ইসিএল-এ ম্যান রাইডিং সিস্টেম (এমআরএস) অধিস্থাপন করা কিছু খনিতে ১ কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ এবং কঠিন যাত্রার সুবিধার্থে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যার ফলে খনি শ্রমিকদের কষ্ট লাঘব হয়। ক্লান্তি কমাতে এবং সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য এমআরএস খনি শ্রমিকদের নিরাপদে এবং দক্ষতার সাথে তাদের কাজের সাইটগুলিতে পরিবহন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। বর্তমানে, ইসিএলে ১৫ টি এমআরএস স্থাপিত করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের ০১ টি চেয়ারলিফ্ট টাইপ এমআরএস ২০২৩ সালের জুলাই মাসে ডিজিএমএসের যথাযথ অনুমোদনের পরে কুনুস্তোড়িয়া এলাকার অমৃতনগর কোলিয়ারিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

আমাদের খনিতে কর্মরত আমাদের কর্মীদের জন্য খনি সুরক্ষা সংস্কৃতি এবং নিরাপদ কাজের পরিবেশ প্রচারের জন্য বিভিন্ন খনি সুরক্ষা উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে খনি নির্দিষ্ট সুরক্ষা প্রচার, টুল বক্স সুরক্ষা আলোচনা, সুরক্ষা মণ্ডল (গুলি) গঠন, অ্যানিমেটেড সুরক্ষা ভিডিওগুলির বিস্তৃত সম্প্রচার, উন্মুক্ত মঞ্চ নাটক (পথনাটিক) ইত্যাদি।

- খনি নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এসএমপি) এর নির্মান, কার্যান্বয়ন, পর্যালোচনা এবং পুনর্গঠনের মাধ্যমে আমাদের খনিগুলির নিরাপত্তার মান উন্নত করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সুরক্ষা বাজেটের ব্যবহার ৭৮.৭৩% যা আগেরঅর্থ বছরের ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ২৭.৪৮% বেশি।
- দেশীয়ভাবে উৎপাদিত খনি সুরক্ষা সামগ্রী সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং এই ক্যালেন্ডার বছরে ২০২৪ সালে ৪১.৩৫ কোটি টাকার খনি সুরক্ষা সামগ্রী সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- এইচইএমএম-এ (HEMM) প্রশিক্ষণ অপারেটর (গুলি) এর জন্য ০১ সিমুলেটর স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- সোনপুর বাজারি এলাকার সোনপুর বাজারী ওপেন কাস্ট মাইন্স প্রকল্পে আইআইটি (আইএসএম), ধানবাদের

সহযোগিতায় খনির জন্য Slope Stability বিষয়ে একটি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

- ঝাঁঝরা এলাকার ঝাঁঝরা প্রজেক্ট কোলিয়ারিতে ভূগর্ভস্থ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সম্পর্কিত একটি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

ইসিএল ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে আগামী বর্ষা মরসুমের জন্য একটি বিস্তৃত মনশুন অ্যাকশন প্ল্যান (এমএপি) তৈরি করেছে।

বর্ষার মরসুমে কাজের পরিকল্পনার মূল উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে

১. **নিষ্কাশন এবং ডিওয়াটারিং (Drainage and Dewatering) :** ইসিএল খনি এলাকায় জলবদ্ধতা রোধে নিয়মিত পরিদর্শন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ করে। অতিরিক্ত জল সরিয়ে নিতে এবং জরুরি অবস্থার জন্য ১৩টি অতিরিক্ত ডিওয়াটারিং পাম্প সহ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ৩০৩ টি ডিওয়াটারিং পাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

২. **স্লোপ স্টেবিলিটি পর্যবেক্ষণ (Slope Stability Monitoring) :** ইসিএল সম্ভাব্য ভূমিধস-প্রবণ অঞ্চলগুলি সনাক্ত করতে এবং দুর্ঘটনা রোধে যথাযথ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য Slope Stability পর্যবেক্ষণ কৌশল হিসাবে ৩ ডি টেরেস্ট্রিয়াল লেজার স্ক্যানার স্টেশন নিযুক্ত করেছে।

৩. **ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (Emergency Response Team) :** বর্ষা ঋতুতে যেকোন জরুরী পরিস্থিতি বা ঘটনা ঘটতে পারে তার মোকাবিলা করার জন্য মাইন্স রেসকিউ স্টেশনে (MRS) একটি ডেডিকেটেড ইমার্জেন্সি রেসপন্স ইউনিট (স্ট্যান্ডবাই) রয়েছে। দ্রুত এবং কার্যকর প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলন করা হচ্ছে ।

৪. **মক রিহার্সাল (Mock Rehearsal) :** বর্ষা মৌসুমে সুরক্ষা প্রোটোকল এবং পদ্ধতি সম্পর্কে কর্মীদের শিক্ষিত করার জন্য নিয়মিত মক ড্রিল পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২৪ ক্যালেন্ডার বর্ষে এখনও পর্যন্ত খনিগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংবেদনশীল করার জন্য ১৪৮টি মক ড্রিল করা হয়েছে।

৫. **সহযোগিতা মূলক প্রচেষ্টা (Collaborative Efforts) :** ইসিএল স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, জরুরি পরিষেবা এবং প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সাথে দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধনের জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে জলাধার কর্তৃপক্ষ এবং আবহাওয়া বিভাগের সাথে পারস্পরিক সহায়তায় সমর্থন করে।

এই কৌশলগত পদ্ধতিটি সতত কয়লা খনির কার্যক্রম বজায় রাখার সময় তার কর্মশক্তি এবং সম্পদ রক্ষার জন্য ইসিএলের প্রতিশ্রুতিকে প্রাথমিক প্রদান করে।

অবশেষে, নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এবং কার্যকর ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে, ইসিএলের লক্ষ্য খনিতে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি হ্রাস করা এবং খনির কার্যক্রমের সাথে জড়িত প্রত্যেকের জন্য সুরক্ষার সংস্কৃতি তৈরি করা। ইসিএল বিভিন্ন উদ্যোগ এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে তার খনিগুলির সুরক্ষার অবস্থা বাড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যদিও সংস্থাটি এই ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, এটি সকল কর্মীদের জন্য একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ তৈরি করার জন্য দিকে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

(নীলাদ্রি রায়)
নির্দেশক (প্রযুক্তি) সঞ্চালন এবং
পরিযোজনা ও যোজনা, ইসিএল

পৃষ্ঠপোষক

ইসিএল ভাষাগত সংস্কৃতির রক্ষক

ভারতীয় সংবিধানের ভাগ ৪(ক) মৌলিক কর্তব্যের অনুচ্ছেদ ৫১(ক)(চ)এর অনুসারে বলা হয়েছে, ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হল "আমাদের সামাজিক সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করা এবং সংরক্ষণ করা"। প্রতিষ্ঠার পর থেকে, ইসিএল একটি বহুভাষিক এবং বহুসংস্কৃতির সমাজে পরিণত হয়েছে যেখানে মানুষ তাদের ভাষার মাধ্যমে ক্রমাগত বাস করে এবং একটি টেকসই পদ্ধতিতে তাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রচার ও সংরক্ষণ করে। ইসিএল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি সংরক্ষণ ও প্রচারে সর্বদা প্রস্তুত এবং নিবেদিত।

মায়েদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সারা বিশ্ব পালন করে। এই বাংলা অঞ্চলও ঐতিহ্যের জননী। এর আগেও মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা ও সচেতনতার জন্য পুরুলিয়া অঞ্চলের নিজস্ব পরিচয় রয়েছে গোটা দেশে। ইসিএল এই ঐতিহ্যকে অব্যাহত রেখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভ উপলক্ষে ভাষা, সংগীত, নাটক ও নৃত্যের রূপক সাদৃশ্য সম্মেলনের আয়োজন করে, যেখানে উচ্চশিক্ষিত মর্যাদাপূর্ণ উপস্থিতি প্রশংসিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ইসিএল তার নিজস্ব ক্ষেত্রে সাঁওতালি ভাষা দিবস, হিন্দি দিবস উদযাপনের আয়োজন করে।

একইভাবে, ইসিএলের রাজভাষা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা "মৃদঙ্গার" প্রকাশনা সাংস্কৃতিক প্রচারের আরেকটি অনন্য রূপ। মৃদঙ্গার একটি বাংলা শব্দ যার অর্থ কয়লা। পত্রিকাটি এখনো পর্যন্ত ইসিএল কর্মী ও তাদের পরিবারের মৌলিক ও অপ্রকাশিত লেখা প্রকাশ করেছে। এই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাটি একটি রাষ্ট্রীয় রূপ দেওয়া হবে, যার জন্য কোম্পানির নিজস্ব ক্ষেত্রের অধীনে অবস্থিত পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ধানবাদ, জামতাড়া, দেওঘর, দুমকা, গোড্ডা জেলায় অবস্থিত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত অধ্যাপক, শিক্ষক, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থী এবং সারা ভারত থেকে বাঙালি পণ্ডিতদের ইসিএলের রাজভাষা বিভাগে তাদের নিজস্ব লেখা প্রেরণের মাধ্যমে ভাষাগত সংস্কৃতি সংরক্ষণে ইসিএলকে সহযোগিতা করার জন্য আহবান জানাচ্ছি। আসুন আমরা একসাথে আমাদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ করি।

(গুঞ্জন কুমার সিনহা)
নির্দেশক (কার্মিক), ইসিএল

পৃষ্ঠপোষক

সচেতনা পত্রিকা ঃ ইসিএলের সতর্কতা সচেতনতার প্রতীক

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

কেন্দ্রীয় সতর্কতা কমিশন দুর্নীতি মোকাবেলায় তার আদেশ বাস্তবায়নের জন্য বেশ কয়েকটি উপায় গ্রহণ করে। সচেতনতা সৃষ্টি এবং জনপ্রশাসনে সততা বজায় রাখার জন্য সকলের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিরোধমূলক সতর্কতার অন্যতম প্রাথমিক উপায় 'সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ' পালন করা। কেন্দ্রীয় সতর্কতা কমিশন প্রতি বছর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনে যে সপ্তাহে পড়ে সেই সপ্তাহে সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ পালন করে। এই বছর, কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে, ইসিএল তার নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ২৮ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর ২০২৪ সালের সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ পালন করেছে। এ বছরের স্লোগান ছিল 'শুদ্ধাচার সংস্কৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ করা', যা অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য। ইসিএল পরিবার সহ পুরো কয়লা পরিবার এতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সতর্কতা কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে, ইসিএল ১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত নিম্নলিখিত পাঁচটি মূল ক্ষেত্র বাস্তবায়ন করছে, যথা (১) সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি, (২) পদ্ধতিগত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা সনাক্তকরণ এবং বাস্তবায়ন, (৩) সার্কুলার/অ্যাডভাইজরি/ গাইডলাইন/ কোড আপডেট করা, (৪) অভিযোগ নিষ্পত্তিতে প্রতিরোধমূলক সতর্কতা এবং (৫) গতিশীল ডিজিটাল উপস্থিতির পাশাপাশি ত্রৈমাসিক নজরদারি সচেতনতা প্রচারাভিযান পরিচালিত হয় যেখানে ইসিএল পরিবার, বিভাগ, ক্ষেত্র, কোলিয়ারি, ওয়ার্কশপ, হাসপাতাল ইত্যাদির প্রত্যেক সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। পথনাটক, অভিযোগ নিষ্পত্তি শিবির, অত্যাধুনিক ডিসপ্লে বোর্ড, ওয়ার্কশপ, কোম্পানি ও নিকটবর্তী স্কুলগুলিতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সফল আয়োজন ইসিএলে সততার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে। এজন্য সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা ও বিভাগ ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

ইসিএলে করা সমস্ত প্রতিরোধমূলক সতর্কতামূলক সমস্ত কার্যক্রম, বার্তা, নিবন্ধ ইত্যাদি দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে 'সচেতনা ২০২৪' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে । পত্রিকাটি ই-ভার্সন ও মুদ্রিত কপি উভয় আকারে বিতরণ করা হচ্ছে । পত্রিকাটি ইসিএলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায়। আমি সংস্থার সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের রাজভাষা (হিন্দি) পত্রিকা ''জ্যোৎস্না" এবং বাংলা পত্রিকা ''মৃদঙ্গার" এর মাধ্যমে ''সচেতনা" পত্রিকাটি পড়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শুভ কামনা সহ! জয় হিন্দ!

(দীপ্তি পটেল)
মুখ্য সতর্কতা আধিকারী
ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্ লিমিটেড

সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠক মণ্ডলী,

"মৃদঙ্গার" এর আরও একটি সংখ্যা প্রকাশিত হল । এই সংখ্যা যখন প্রকাশিত হল তখন আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের ৫০ বছর অর্থাৎ সুবর্ণ জয়ন্তীর বছরে পা দিয়েছি। পালন করছি উৎসব। কোম্পানীর সকল সদস্যকে ৫০ বছর পূর্তিতে অভিনন্দন। এই সুবর্ণ মাইল ফলক অর্জন করতে প্রতিটিকর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বিভিন্ন অধিকারিকের সু-পরামর্শ আজ আমাদের এই জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে। সাধারণত ৫০ বছর পূর্তিকে বলা হয় সুবর্ণ জয়ন্তী বা স্বর্ণ জয়ন্তী ।

আজকাল কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনা বা কোন কিছু প্রতিষ্ঠার সময়কালের সূত্র ধরে জয়ন্তী বা জুবিলীর কথা অহরহ শোনা যায় । এই প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায় এই বিষয়টির প্রবর্তন হয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই এর আদি সূতিকাগার হলো রোমান সভ্যতার তৎকালীন প্রবাহের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে সময়কাল ভিত্তিক সূত্রপাত বা জন্মোৎসব। ইংরেজি 'Jubilee' শব্দটি এসেছে ফ্রান্স শব্দ Jubile এর অপভ্রংশ থেকে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্মকে ঘিরে সুনির্দিষ্ট সময়কাল পূরণ হওয়ার উপলক্ষ্য করে সম্মান প্রদর্শন করা।

আমাদের ই.সি.এল এর ৫০ বছর একদিনে আসেনি। ই.সি.এল ভারতে অবস্থিত একটি কয়লা উৎপাদনকারী সংস্থা কয়ালখনি জাতীয়করণে পর ১৯৭৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রানিগঞ্জের সমস্ত বেসরকারি কয়লা খনির মালিক ই.সি.এল.। এটি কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের অন্যতম সহযোগী সংস্থা আজ আমার বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই সুবর্ণ জয়ন্তীতে এসে দাঁড়িয়েছে । এই রাস্তা খুব একটা মসৃণ ছিলনা । রাস্তা মসৃণ করতে অনেক ঘাত- প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে ।

আজ সকল কর্মীবৃন্দ আধিকারিকবৃন্দ সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ কারণ সকলের সমান সহযোগিতা ছাড়া এই জায়গায় কোন প্রতিষ্ঠান পৌঁছাতে পারেনা আমরা এবার তাকিয়ে থাকবো কখন আমরা হীরক জয়ন্তী বা প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎযাপন করব ।

শেষে 'মৃদঙ্গার" এর পরিচালন সমিতি সকল শুভানুধ্যায়ী ও পাঠকবৃন্দকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই পত্রিকার মাধ্যমে জাগ্রত হোক মানবিক বোধের ।

ববিতা মাহাতা
সম্পাদিকা

অবদানে

ভালবাসি আমি কয়লা কে
ময়লা যতোই ধরে থাকুক
যার জন্য আজকের এ জীবন
যেখানে বিরাজমান শান্তি সুখ।।

তার সঙ্গে জড়িয়ে ওতপ্রোত ভাবে
সম্পর্কে বহু কাল থেকে
সুখে দুঃখে সময়ে অসময়ে
অতিবাহিত করেছি নানা ভেকে।।

কখনো অবহেলা করিনি তাকে
সে যে গর্বের কতখানি
কত কাজ সে সমাধান করেছে
ভুলতে পারবো না যাকে আমি।।

হতে পারে সে কুচকুচে কালো
যাতে জন্ম নেয় অদ্ভুত হীরে
কয়লাজাত অনেক কিছুই
ভোগ করছি এখনো জীবন ঘিরে।।

* শম্ভুনাথ পাল
অবসর প্রাপ্ত কর্মী
শঙ্করপুর ও.সি.পি. কেন্দ্র এরিয়া

স্মৃতি গুলো

মাঝে মাঝে স্মৃতি গুলোর নাড়া -চাড়া
সব যেন বাইস্কোপ হয়ে চক্ষু পটভূমি
মিশ্রিত স্মৃতি কিছু ভালো আর কিছু মন্দ
চাই দূরে ছুঁড়ে ফেলতে, ছাড়েনা মেরুদন্ড ।।

চাই না তোদের আঁকড়ে বাঁচতে
চাই না তোদের স্পর্শের হাতছানি
গান্ধারী হয়ে চক্ষু তে দি বাঁধন
তাও তো ছেড়ে যায় না স্মৃতি ।।

দেখ আজ নতুন রূপে নতুন ভাবে
নতুন পথে হাঁটা, নতুন স্থানে যাওয়া
আমি দেখি কেবলই দেখতে থাকি নিয়তি
কালো-সাদা ছবি হবে রঙিন মিনতি ।।

* শিপ্রা দাসগুপ্ত
কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট
সদর দপ্তর

এই মেয়ে

এই মেয়ে কাঁদিস কেন? পাস কেন তুই ভয়?
তুই তো আপন শক্তি দিয়ে করবি বিশ্বজয়।
তুই তো মেয়ে দশভুজা, তৃতীয় নয়ন কপালে –
এই নয়ন থেকে ঝরবে আগুন ঝরাবে ওদের অকালে।
দুর্গার হাতে ত্রিশুল ছিল শক্তি দিয়ে গড়া,
তোদের হাতের ব্লেড, কাঁচি, সুচ ইস্পাতের খনিত ধারা।।
রাখিস সে সব সঙ্গে তোদের ভয় কে করতে জয় –
করতে সেটা ভাববি না তুই, তাকাবি না ডাঁয়ে বাঁয়ে
ওরা কেবল নারীকে নয়, ধর্ষণ করে মায়ে।
অশ্রু তোদের ঝরবে না রে, ঝরবে ওদের রক্ত
ওদের রক্তে নাইবি তোরা, সাহস কে কর শক্তি।
এই পুরুষের শক্তি কোথায়, তোর শক্তির কাছে
তাই তো একা লড়তে পারে একটি নারীর সাথে –
দলটি বেঁধে কাপুরুষ ওরা নিয়ে যায় নির্জনে
হিম্মত আছে? আয় না একা একটি নারীর সামনে।
ফালা ফালা করে দেবে, জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খাক
অসুর নিধন করবি তোরা ওরে নারীর জাত।
একটি পুরুষ আয় তো দেখি সাতটা নারীর মাঝে
রক্ত শুষে পান করবে রনচণ্ডীর সাথে।
জাগ রে নারী, জাগারে তোরা ঘুমন্ত এই শক্তিটাকে
অঙ্গ বিশেষ ফেল কেটে ধর্ষকদের জাতটাকে।
তুই যদি হোস মাতার প্রতীক, পিতার প্রতীক ওরা –
জন্মান্তরের পরিচয়টাকে বিষিয়ে দিল কারা?
ওদের মুখে লেপে দে কালি, না করে তুই ভয়
সাহস নামক অস্ত্র আছে, তুই তো বরাভয়।

* মহুয়া সাধু
স্বামী - অরুণ কুমার সাধু
কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট
সদর দপ্তর

নারীর দানে

এ পৃথিবীর
যাহা কিছু ভালো
যাহা কিছু সুন্দর
অর্ধেক তা
নারীর দানে
বাকি অর্ধেকে নর ।
এ সৃষ্টি এখনো দৃষ্টি
মেলিয়া যে প্রাণে বাঁচে
অর্ধেক সেতো
চির ঋণী হয়ে
থাকবে নারীর কাছে।
নারী যদি নাহি,
পুরুষের সাথে
জীবন বাঁধিয়া দিত
না হত সৃষ্টি
জীবন সুন্দর
বিশ্ব হইত মৃত ।
বুদ্ধি শ্রম, পুরুষের সাথে
দিয়ে ছিল নারী ঢেলে
শোন হে পুরুষ
পূর্ণ করিয়া
সব কিছু তাই পেলে ।
এ জগতে যাহা কিছু আছে
অর্ধেক নারীর দান
জগৎ মাঝারে
নারী নহে হীন
নারী পুরুষ সমান ।

একটি প্রশ্ন

আমি সমাজের কাছে
একটি প্রশ্ন রেখে যাই
বিয়ের জন্য
ছেলের বাবা কেন পণ চায়?
কেন ?
মেয়েদের মধ্যে ও এর প্রতিবাদ নয়?
তারাও চেতনা হীনের মতো
বিয়ের পিড়িতে বসে যায় ।
মেয়ের বাবা হওয়া কি অপরাধ ?
কেন গো সমাজ?
মেয়েদের ত্যাগ করতে হয়
জীবনের স্বপ্ন সাধ।
বিয়ের পরেও
মেয়েদের
না মর্যদা বাড়ে।
শয়তান পুরুষের দল
ধর্মের নামে
মেয়েদের স্বাধীনতা কাড়ে।
কোন যন্ত্রনায়? কোন যন্ত্রনায় ?
মেয়ের বাবা মা বলে
মেয়ে পরের ধন।
ওগো মানুষ রুপী পশু
তোমরা মানুষ হবে কখন।
লজ্জা করে না
তোমাদের পণ নিতে
তোমরা মানুষ হলে
মেয়ের বাবাকে পণ দিতে।

* বিকাশ মণ্ডল
কেন্দ্রীয় ডাক বিভাগ
সদর দপ্তর

ছলনা

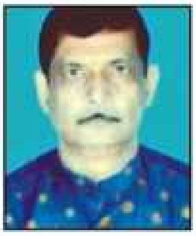

আজ পয়লা জুলাই সোমবার দীপার মনটা বেশ খুশি, কারণ সে আজ প্রথম বেতন পেয়েছে। বেতন পেয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে সে অটোতে বসে সে ভাবছে, বাবার জন্য এই প্রথম বেতনের টাকা থেকে কি কেনা যায়। ভাবতে ভাবতে অটো পৌঁছে গেল বরাকরে। ২০ টাকা অটো ভাড়া দিয়ে ও সামনে এগিয়ে গেল। সামনেই নির্মলা ক্লথ স্টোর্স। কিছু না ভেবেই দীপা, নির্মলা ক্লথ স্টোর্সে ঢুকে পড়লো, দীপা কখনোই বাবার জন্য কিছু কেনেনি, তা বুঝে উঠতে পারছিল না কি কিনবে। জুলাই এর প্রথম সপ্তাহ প্রচণ্ড গরম। দোকানে একেবারেই ফাঁকা ছিল। দীপা হঠাৎ দেখলো একজন ভদ্রমহিলা তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভদ্রমহিলা কে দেখে দীপা কেমন যেন হয়ে গেল। ওই মূহুর্তে তার অতীতের কথা মনে পড়ে গেল।

দীপা ছোটবেলাতে তার মা কে হারিয়েছে। তার বাবা তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। পরিবারের অনেকে তার বাবাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে বলেছিল কিন্তু তার বাবা রাজী হয়নি। দীপাকে তার বাবা মাতৃ স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে বড় করে তুলেছে। কখনোই তিনি কোন অভাব বুঝতে দেইনি। দীপা MA পাস করে এবং B.Ed. করে। গত মাসেই সে Girls স্কুল এ সহকারী শিক্ষিকার চাকুরী পেয়েছে। আর আজ প্রথম বেতন পেয়ে সে বাবার জন্য কিছু কিনতে বরাকর এসেছে। দীপা ভদ্রমহিলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো। আন্টি কিছু বলবেন।

ভদ্রমহিলা, আমারও তোমার মতই একটি মেয়ে ছিল। ঠিক তোমারই মত। কোমর পর্যন্ত কালো চুল, টিকলো নাক, টানা টানা চোখ, গায়ের রঙ ফর্সা। আজও থাকলে অবিকল ঠিক তোমার মতোই দেখতে হতো।

দীপা, আপনার মেয়ে কি আর ফিরবে না আন্টি ?

ভদ্রমহিলা, না না আমাকে আন্টি বলোনা। আমাকে তুমি একবার 'মা' বলে ডাকো। আমার মন শান্তি পাবে। কতদিন মা ডাক শুনতে পায়নি।

দীপা, আন্টি ?

ভদ্রমহিলা, দীপকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো, আমাকে একবার মা বলে ডাকো।

দীপা অনুভব করলো তার ফর্সা পিঠে দু ফোঁটা তপ্ত অশ্রু এসে পড়লো। দীপা নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলো না। মা মা বলে ভদ্রমহিলা কে জড়িয়ে ধরলো। দীপার ও চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। ভদ্রমহিলা কে ছেড়ে দীপা তার চোখ মুছতে লাগলো। দোকানের মালিক ঘটনাকে লক্ষ করছিলেন। উনি দীপাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্রমহিলা আপনার কে হন ?

দীপা, আমার মা ।

দোকানের মালিক অনেক দিন পর দেখা হলো, তাই না ?

দীপা, হ্যাঁ

দীপা রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে কাউন্টারে গিয়ে বাবার জন্য জামা প্যেন্টের কাপড় ও একটা পাঞ্জাবী কিনলো। কাউন্টারে বিল দিতে এসে দেখলো ওর বিল হয়েছে ৪০০০ টাকা । দীপা দোকানের মালিককে বলল পাঞ্জাবী জামা, প্যেন্টের দাম তো ১৮০০ টাকা, তাহলে ৪০০০ টাকা কি করে হয় ? দোকানের মালিক বলল আপনার মা একটা ২২০০ টাকার শাড়ি নিয়ে গেছে । আর বলে গেলেন payment আমার মেয়ে দেবে। দীপা শুনে হতবাক । দৌড়ে দোকানের বাহিরে এসে ভদ্রমহিলাকে দেখার চেষ্টা করে কিন্তু তাকে আর দেখা যায়না । নিরুপায় দীপা ৪০০০ টাকা payment করে দিল । বুঝতে পারলো ছলনার কাছে আজ সে পরাজিত ।

বাহিরে তাপমাত্রা ৪৪°C আর এই ঘটনায় দীপার শরীরের তাপমান ১০৩°C দীপার মাথাই আগুন জ্বলছে । রাগে ঘৃণায় শরীর রিরি করছে । দীপা দোকান থেকে বেরিয়ে একটা অটো নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে, সোজা বাথরুমে ঢুকে পড়লো । অনেকক্ষণ স্নান করে ওর মাথা, দেহ, মন শান্ত হলো । কাপড় পরিবর্তন করে ও বাবাকে প্রণাম করে, বাবার হাতে জামা, কাপড় গুলো তুলে দিল এবং আজকের এই লজ্জা জনক ঘটনাটা বাবাকে বলে ওর মন শান্ত হলো। বাবা আশীর্বাদ করে একটা কথাই বলল, আগামী দিনে কোন অপরিচিত কাহাকেউ বিশ্বাস করিওনা । বর্তমান যুগে মায়া মমতার কোন দাম নেই, চারিদিকে আছে শুধু ছলনার ফাঁদ ।

* দিলীপ কুমার আচার্য্য
অবসর প্রাপ্ত কর্মী
সোদপুর এরিয়া অফিস

পন্থা

ব্যর্থ বাদ-বিবাদ ,পরিতাপের নিস্ফল যাপনে
জীবনের ব্যাপ্তিতে খর্বতার গ্রহণ লাগে।
পাপ-পুণ্য'র অস্পষ্ট পরিভাষার মাঝে
শতছিন্ন বেচারা মন বারে বারে ধরাশায়ী হয়,
আবার অজানা নেশায় এগিয়ে যেতে চায়।
ঘরের ভেতরে এক যাপন, বাইরে আর এক।
একই ছাদের নিচে যেন সদা যুযুধান সম্পর্ক তাদের।
বহির্যাপন মেকি উল্লাসে মুখরিত, কিন্তু
অন্তর্যাপন ব্যার্থতার রক্তক্ষরণে নিরক্ত,নিষ্প্রাণ।
দ্বিমুখী দ্বন্দ্বে দীর্ণ ক্লান্ত মন -
সে কি শুধু নিস্ফল যাপনে সীমায়িত থাকবে?
অতীত রেখে গেছে রক্তের ইতিহাস।
সেই রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের কারণ তিন তত্ত্বে সীমিত,
জল, মাটি আর আকাশ।
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তার কর্তৃত্ব কায়েম রাখতে সে
নিরলস শক্তিক্ষয় করে গেছে যার কারণে ,
সেই তিন তত্ত্ব'র মাঝেই সকল জীবের নিশ্চিত সমাপ্তি।
সর্বোপরি ঐ তিন ঈশ্বরসৃষ্ট তত্ত্ব বিভাজনযোগ্য কদাপি
ছিলো না।
তবুও যুদ্ধ হয়েছে তাদেরকে নিয়ে।
তবুও অবোধ মন আজও জীঘাংসা'য় জীর্ণ করে চলে
নিজেরে এক অলীক কর্তৃত্বের নেশায়।

মনকে ঘিরে খাঁচা,খাঁচার ভিতরে মন।
সেই খাঁচার কত ঢং!
সে সমাধীতে যাবে না কবরে ;
দগ্ধ হবে অনলে না কি চিল, শকুনের ক্ষুধার খোরাক হবে
- কতভাবেই না ঐ নশ্বর খাঁচার অবশেষে সমাপনের
বাহারি কেতা।
যেভাবেই খাঁচা ঐ তিন তত্ত্বে বিলীন হোক না কেন,
তার কোন কণায় ঈর্ষার বীজ লুকিয়ে থাকে,
যার কারণে যুদ্ধ হয়, যার কারণে রক্ত ঝরে ?

প্রভুর অংশ কেউ যদি বলে,
কেউ বলে তাঁর পুত ;
কেউ সাজে পীর, পয়গম্বর
কেউ বা সাজে দূত।
সর্বশক্তিমানের সঙ্গে সম্পর্কে সংযুক্ত করেছে তারা
নিজেদের।
বাকিদের জন্য ছেড়ে গেছে তারা ভিন্ন ভিন্ন পন্থা,আর
তাদের মহিমামন্ডনেপূর্ণ গ্রন্থসমূহ।
সেই পন্থার ধোঁয়াশায় প্রতি পন্থী ভাবে
তারাই বিশ্বের নিয়ন্তা।
পরমাত্মার পরম অনুভূতি কোনো পন্থা বা গ্রন্থের
মুখাপেক্ষী নয়।
পরমপ্রাপ্তির বীজমন্ত্র যে মানবতার বুকেই প্রথীত থাকে।
তাই হয়তো সে আকচার অগোচরেই থেকে যায়।

* শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্ত
অবসর প্রাপ্তকর্মী
কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া মানে রুক্ষ মাটির দেশ
বাঁকুড়া মানে রাঙা মাটির পথ
বাঁকুড়া মানে শাল পিয়ালের বন
বাঁকুড়া মানে নানা পাখির স্বর ।।

বাঁকুড়া মানে পোড়া মাটির রূপ
বাঁকুড়া মানে মন হারানো সুখ
বাঁকুড়া মানে কোঠা মাটির ঘর
বাঁকুড়া মানে বুনো হাতির দল ।।

বাঁকুড়া মানে তাদের গ্রামের পথ
বাঁকুড়া মানে বুনো ফুলের সৌরভ
বাঁকুড়া মানে শুশুনিয়া বিহারীনাথ
বাঁকুড়া মানে কংসাবতির চর ।।

বাঁকুড়া মানে লোকচর্চার আসর
বাঁকুড়া মানে সাহিত্য চর্চার পদ
বাঁকুড়া মানে যামিনী রায়ের ঘর
বাঁকুড়া মানে শিল্পকলার কদর ।।

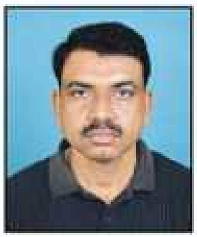

নব আশা

বরষা যখন প্রথম ছুঁয়েছিল
মোর প্রেমের আঙিনা
প্রখর উত্তাপে চিড় ধরেছিল
শুষ্ক জরাজীর্ণ হৃদঅঙ্গন,
ফেটে চুরমার হয়েছিল মনমৃত্তিকা।
ভালবাসার একপশলা দৃষ্টিধারায়
ভেজার আশায়
রাত কেটেছে হতাশায়,
পূর্ণিমার আলোস্রোতে ভিজেছিল নয়ন।

অজানা অচেনা নয়ন জুড়ে
তব হিল্লোল তব কল্লোল
তব শোভিত মৃদঙ্গনয়নযুগল।
বৈশাখীর ছন্ননীড়ে বসন্তবৈরীর কুঞ্চন
মর্মদাহে -
তব কমললোচন দৃষ্টিধারায় নবাগমন
ভিজেছিল হৃদয়
ভিজেছিল মন,
ভেজেনি ভাগ্যলিখন ।।

* পার্থ চৌধুরী
সোনপুর বাজারী প্রজেক্ট

বাস্তব

এই পৃথিবীর প্রতিটি কণা বাস্তবে পরিপূর্ণ,
বাস্তব ছাড়া পৃথিবী যেন শূন্য ।।
বাস্তব হলো জন্ম নিয়ে মৃত্যুবরণ করা
বাস্তব হল বাঁচার তাগিদ মৃত্যুর সাথে লড়া ।।
বাস্তব মানে স্বার্থ নিয়ে চলা,
সত্য মেটাতে মিথ্যেটাকে সত্যি করে বলা ।।
বাস্তব মানে অর্থ দিয়ে সত্যের মুখে চেপে ধরা,
যেন তেনো প্রকারেন অর্থ উপার্জন করা।।
বাস্তব হল সত্য ও মিথ্যার দাড়িপাল্লা,
সত্যের মুখোশ পরে মিথ্যেরা করে হাল্লা ।।
বাস্তব হল পণের দায়ে মেয়ের বাবার কোমর ভেঙে পড়া,
মেয়ের জীবন সাথী খুঁজতে গিয়ে সমাজের
কু-প্রথার সাথে লড়া ।।
বাস্তব মানে বর পক্ষের মাথা উঁচু করে পনের জন্য নির্লজ্জ হাত পাতা,
বাস্তব মানে পাত্র ক্রয় করেও পাত্রীর পক্ষের নিচু করে থাকা মাথা ।।
বাস্তব হল নারীর নারীত্বের অপমান,
নারী আজ খুঁজে বেড়ায় তার লুপ্ত সম্মান ।।
বাস্তব হলো নারীর সমাজের জন্য করা বলিদান,
আর সেই সমাজের কাছে হওয়া পদে পদে অপমান ।।
নারীর বলিদান এর মর্যাদা দেয় না সংসার,
আজ নারীর নারীত্ব তাই করে হাহাকার।।
বাস্তব মানে সুখের এক স্বপন,
লাখো লাখো মানুষ যারে করতে চাই আপন ।।
কিন্তু সমাজ হয়েছে বড্ড কৃপণ,
অর্থবানদের কাছে আজ তুচ্ছ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদের জীবন ।।
বাস্তব মানে দরিদ্রের দুর্বলতা নিয়ে খেলা করা,
তাদের সমস্ত শক্তি গ্রাস করে নিজেদের সবল করে গড়া ।।
বাস্তব মানে রাজনৈতিক নেতার সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দেওয়া ।।
হিংসা হানাহানি কে প্রশ্রয় দিয়ে নিজের ইচ্ছার পূর্তি করে নেওয়া ।।
বাস্তব হলো নির্বাচনের পূর্বে নেতার প্রতি ঘরে হাতজোড় করে যাওয়া,
আর নির্বাচনে জয়ী হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।।
নির্বাচনের আগে এরা বলে বড় বড় বুলি
নির্বাচনের শেষে জনগণ কেই দিয়ে থাকে গালি।।
বাস্তব হলো ভন্ড সাধুর ভন্ডামী গিরি করা,
উল্টোপাল্টা গুজব ছড়িয়ে পকেট ভর্তি করা ।।
বরং পৃথিবী হোক শূন্য,
নেই প্রয়োজন এ বাস্তবের যা এত জঘন্য ।।
"পৃথিবী হোক শান্তি ও ভালোবাসায় পূর্ণ"
"ভালোবাসা হোক প্রধান বাস্তব ভালোবাসায় হোক সুখের স্বপ্ন" ।।

অভাব

এখানে বড্ড চোরের অভাব
দরজা আমার হাট খোলা
তিন পাড়ে তিন খিল আঁটা হীন ঘরখানি,
একলা মাথায় খাড়া আছে
উঠোনের দিকে চেয়ে
এখানে বড্ড চোরের অভাব
তোমারই অভাব বড় বেশি
উত্তরের বায়ু বয় না এখন
দক্ষিনের বায়ু চলে
কিইবা রয়েছে বাড়ির মধ্যে
ধনরত্ন রাশির?
দেরাজের সব জিনিস মেঝেই
ঢেলেই ফেলেই রাখি
কে জানে ওই চৌর্য বৃত্তি?
কিমবা হৃদয় চুরি হক?
দরজা আমার হাট খোলা
এখানে বড্ড চোরের অভাব
তোমারই অভাব বড় বেশি।

* তরুণ কুমার দাস
বাংকোলা এরিয়া

* সোনালী চট্টরাজ
সোদপুর ক্ষেত্র

প্রিয় কোল ইন্ডিয়া

মা শুধুই জন্মদিয়েছে
পালন করছো তুমি,
যতই লোকে নিন্দা করুক
এ দেশের আট রাজ্যে শুধু তোমারই ভূমি।
স্বাস্থ্য রক্ষায় health card,
ভ্রমণের জন্য home town বা LTC,
সপরিবার ঘুরে এসে
হচ্ছে মোদের মনখুশী।
বাড়ছে বেতন, বাড়ছে DA,
ছেলে মেয়েদের scholarship,
সময় মতো প্রত্যেক বছর
বাড়িয়ে দিচ্ছো quarter আর township।
Maternity, paternity দিচ্ছো special leave,
সন্তান দের দেখভালেও দিচ্ছো childcare leave।
পুজোয় বোনাস ভারি মজা, PRP ও আছে
Attendance আর rating যাতে না কমে যায়
সেটার ও ভয় আছে।
পার্শ্ব বরতি গ্রাম গুলিতে, কাজ করছে CSR,
অবসরের পরেও মোরা
পাচ্ছি চিকিৎসা, আর কত খুশী Pensioner।
তুমিই সূর্য তুমিই চন্দ্র
তুমি দেওয়ালির প্রদীপ,
তুমিই আমার হোলির আবীর
করছোপূরন, স্বপ্ন মোদের, জ্বালিয়ে তোমার দীপ।
বেঁচে থাকো একশ বছর
Production target পূরন, হোক তোমার,
প্রতিষ্ঠা দিবসে এই কবিতাই, তোমায় দিলাম উপহার।

* সুদীপ চ্যাটার্জী
প্রবন্ধক (কার্মিক)
সোদপুর এরিয়া

ইচ্ছে

আমিও হতাম অন্য মতো
সব ভুলে শুধু নিজের মতো।
অগোছালো ঘরেই দিতাম সুখের ঘুম
হোলোই না হয় অপটু আর অনিপুণ।
পাতা খোলা বই গুলো সব থাকতো পড়ে
যখন তখন চোখ বোলাতাম মনের টানে।
ক্যানভাসে যত ছবি গুলো থাকতো বাকি
রঙিন হতো তুলির ছোঁয়ায় যখন খুশি।।
রইলো পড়ে রঙের জগৎ, কথার মালা
রঙিন চিঠি সুবাস ভরা যত্নে রাখা জরি মোড়া ।
স্বপ্ন খেলা ওলট্‌পালট্‌ নতুন জীবন নিচ্ছি মেনে
নিপুন হাতে সাজাই নীড় আর আত্মজাকে।
ছোট্ট পাখি মেলছে ডানা, উড়তে চায় আকাশ-নীলে
রামধনু রঙ পেখম সাজায়, গান গুলি তার অধর জুড়ে ।
ইচ্ছে কুঁড়ি রাখছি এখন যত্ন করে
মালায় গেঁথে পরিয়ে দেবো তার গলাতে ।।

রণভূমি

সবাই যখন নীরব শ্রোতা
কণ্ঠ বাজে তোমার শুধু
মরছে মরুক হাড় হাভাতে
শকুন গুলো ভাগাড় খুঁজুক ।

দুহাত ভরে উঠছে যাদের
ন্যাকা কান্নার অশ্রু ফেলে
তোমার চোখেই রক্ত ঝরে
ছিচকাঁদুনি হলে না যে ।

ফাঁদ পেতেছে তোমার গুরু
রণক্ষেত্রে একাই ছিলে
অভিমন্যু-সম চক্রব্যূহে
দ্রোণাচার্যের শিকার হোলে ।

কুরুক্ষেত্র চাইছি সবাই
লঙ্কা দহন আবার চাই
অস্থিপাঁজর জ্বালিয়ে অনল
ধ্বংস করবো শয়তানকুল ।

* ববিতা দাশ কোনার
মাইন্স রেসকিউ স্টেশন
সীতারামপুর

স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ

মহান শিল্পী সৃষ্টিকর্তা পরম পিতা আমাদের জীবন দিলেন। কিন্তু জীবন কঠিন না সহজ এ বিভাগ করলেন না। তার জন্য মানসিক এবং শারীরিক কিছু প্রাকৃতিক সহজ সরল বিধান রচনা করে দিলেন। হৃদয়ে গুরুমন্ত্র দিলেন, প্রতিদিন সে বিধান শ্রদ্ধাভরে পালন করার জন্য। কেউ যদি সেগুলি শ্রদ্ধাভরে প্রতিদিন পালন করে, তার মানব জীবন ধন্য হয়ে ওঠে শুভ সম্পদে জীবন হয় সহজ-সরল। আর না পালন করলে জীবন কলুষিত হয় অশুভ সম্পদে-জীবন হয় দুর্বিষহ কঠোর কঠিন।

আমাদের জীবন তরীর চালিকা শক্তির জন্য মূলত দুটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ দরকার -মাঝি হল মন এবং হাল হল শরীর।

জীবন
- মন
  - পজিটিভ চিন্তা
- শরীর
  - রাতের ঘুম
  - শরীর চর্চা
  - প্রাকৃতিক খাদ্য অভ্যাস

মন ও পজিটিভ চিন্তা ঃ আমরা এখন জানবো মন কি এবং কিভাবে তাতে পজিটিভ চিন্তা আসে।

Mind is not a dustbin to keep anger, hatred, jelous, ego. Frustration or bad memories– mind is a golden box to keep loving, carying, peace and sweet memories. - Swami Vivekananda.

মন ধোপা বাড়ির কাপড় - যে রঙে ছাপাবে সেই রঙ ধারণ করে - শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ

আমার চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনি উঠলো রাঙ্গা হয়ে
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম-সুন্দর,
সুন্দর হল সে।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মন একটি সোনার পাত্র, সোনার পাত্রে কি আর ধুলো-বালি, কাদা-মাটি, নোংরা, আবর্জনা রাখা যায়? সেখানে মহামুল্যবান ধাতু যেমন হীরা, সোনা,রুপার মত বস্ত্র রাখা উচিত। ভগবান জন্মলগ্নে মন রূপ সোনার পাত্র চারটি মহামুল্যবান ধাতু (Loving, carying, peace, sweet memories) দিয়ে পূরণ করে পার্থিব জীবনে পাঠালেন। আদেশ দিলেন, সর্বদা জপ-তপ-ধ্যানের মাধ্যমে চারটি বস্তুর রোমন্থন করলে অপূর্ব আনন্দের জ্যোতিতে, সুমিষ্ট ঘ্রাণে মানব জীবন শুভ সম্পদে ভরে উঠবে। ভয়মুক্ত হয়ে স্বর্গীয় শক্তিতে ভরপুর হবে।

আর যদি সোনার পাত্রটাকে ডাস্টবিন-এ পরিণত করে (anger, hated, jealous, ego, frustation, bad memories) দিয়ে ভরিয়ে তুলি-জীবন হারিয়ে যাবে বিষাদের অন্ধকারের নরকের মাঝে চিরদিনের তরে।

উপনিষদ, গীতা, গৌতম বুদ্ধ থেকে রামকৃষ্ণ স্বামীজি সবাই বলেছেন, যেমন চিন্তা তেমন জীবন।

পজিটিভ চিন্তা সম্পর্কে ঠাকুর বলেছেন। এ যেন আলো, যেমনি জ্বালবে হাজার বছরের অন্ধকার নিমিষে দূর হয়ে যাবে।

মনের পজিটিভ চিন্তা শরীরের উপর স্বর্গীয় শক্তির সঞ্চার করে। যেমন মাঝি হাল বেয়ে তরী টানবে। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত স্নায়ুমন্ডলীর তড়িৎ চালনা খুব দ্রুত হয়। রক্ত, সঞ্চালনা হয় বর্ষার প্লাবিত নদীর মত। কোষ ও গ্রন্থি হয় বর্ষার উর্বর পলি মাটি। আগাছ নামক রোগ ব্যাধির কোন বালাই না--- শুধুই সোনার ফসল ---নীরোগ---সুঠাম-বীর্যবান-ভগবানের শরণাগত ধন্য মানব জীবন।

শরীর ও রাতের ঘুম ঃ

বিরাম কাজেরই অঙ্গ যেন এক সাথে গাঁথা
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা। - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভোর হল দোর খোলো
খুকুমণি উঠরে। - কাজী নজরুল

সব ধর্মের মধ্যে দেখা যায় রাত দশটার আগে ঘুমানো এবং ভোর বেলা উঠে পরার নিয়মানুবর্তিতা। দিনের বেলা কর্ম রাতের বেলা বিশ্রাম-মানব জীবনের তাঁর অমোঘ নির্দেশ। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান (Chronobiology) তাই ই প্রমাণ করেছে, যা মুনি ঋষিরা প্রাচীন বেদান্তে লিখে গেছেন (Old is gold)। উপনিষদ বলছে-শরীর ও মনের সমস্ত কার্যকারিতা পুরোপুরি সূর্যের আলোকের তারতম্যের উপর নির্ভরশীল। শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া গুলি সূর্যের আলোকের নিয়মে ক্রিয়া করে। যেমন সূর্য ডোবার পর মস্তিষ্কের Pineal gland উত্তেজিত হয়ে Melatonin ক্ষরণ করে আমাদের ঘুম পাড়ানি গান শোনায়।

মায়ের মত স্নেহে -আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। ভোর বেলাতে Sexual gland উত্তেজিত হয়ে নতুন শক্তিতে ভরপুর করে আমাদের জাগিয়ে তোলে ব্রাহ্মমুহূর্তে পাখির কুজনের প্রভাবিত সংগীত। Thyroid gland থেকে Insulin পর্যন্ত ,সবই পরমাত্মার সূর্যালোকের ছন্দে নাচে। এ নিয়মের বিরোধিতা করলে হরমোন ঘটিত রোগের (mainly Mental disorders and Metabolic disorders শিকার হতে হয় — যা কোনদিন নিরাময়যোগ্য নয়। সারা জীবন ঔষধ খেতে হয়। যেমন- Sleep problem, sexual problem, infertility Anxiety, depression, fearfulness, Memory loss, Diabetes, obesity, আরো অনেক লম্বা তালিকা।

তাইতো ঠাকুর ব্রাহ্মমুহূর্তে কাব্য রচনা করেছেন তাঁর অমৃতবাণীর ছন্দে, শঙ্করাচার্য থেকে চৈতন্যদেব নাম সংকীর্তন করেছেন দোরে দোরে ভোরে ভোরে। ফজরের আজান ও চার্চের ধ্বনি আজো বাজে ভোরের বাতাসে আবহমান কালের স্রোতে।

শরীর ও শরীর চর্চা ঃ

গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে স্বর্গের অধিকতর নিকটবর্তী হইবে।

-স্বামী বিবেকানন্দ

মানব জীবনের প্রতি স্বামীজির এ এক অমোঘ নির্দেশ।

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এমন মানব জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা। -সাধক রামপ্রসাদ

অলস শরীর পতিত জমির ন্যায় অথবা স্রোতহীন মজে যাওয়া নদীর মত। সমস্ত রোগের উৎসভূমি-আগাছা বা শৈবালের মত রোগের জন্ম হয়। শরীর চর্চা নদীর স্রোত বা কর্ষণের মত শরীর নীরোগ-সুঠাম-বীর্যবান ও শ্রদ্ধাবান হয়।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে সত্য প্রমাণিত হয়েছে এসব পুরাতন তত্ত্বকথা।

নিয়মিত শরীর চর্চা করিলে প্রতি কোষ সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করে। রক্ত সঞ্চালন সঠিক হয়। ক্ষরণ গ্রন্থিগুলি সঠিক সময়ে পরিমিত হরমোন ও উৎসেচক ক্ষরণ করে। রেচন পদার্থ সহজেই বাইরে দুরীভূত হয়। খাদ্যবস্তুর পরিপাক, পুষ্টি ও ব্যবহার সহজ হয়। বলাবাহুল্য শরীরচর্চা সকালে এবং খোলা পরিবেশে করাই শ্রেয়।

শরীর ও প্রাকৃতিক খাদ্য অভ্যাস ঃ

গীতায় সপ্তদশ অধ্যায়ে খাদ্য নিয়ে প্রভু অমোঘ নির্দেশ দিয়েছেন। তিন প্রকার খাদ্য প্রণালী—স্বাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। মানুষের উচিত স্বাত্বিক খাদ্যগ্রহণ করা।

আধুনিক খাদ্যবিজ্ঞানে কোন রোগে কি খাওয়া উচিত আর কী বর্জন করা উচিত বা কোন খাবারের জন্য কি কি রোগের জন্ম হতে পারে বা কোন খাবারের অভাবে কি রোগ হতে পারে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পায়। অনুভূতির আলোকে বিচার করলে দেখা যায় শুধুমাত্র স্বাত্বিক খাবার গ্রহণ করলেই সব সমাধান-অত বিচারের দরকার নেই, প্রয়োজন শুধু সঠিক অভ্যাসের বা মেনে চলার।

প্রকৃতি মা ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে যে সমস্ত খাবার তৈরী করেন, শুধু সেই সময়ে সেই পরিবেশে তা গ্রহণ করলেই হবে। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে সাথে প্রকৃতির মধ্যে যেমন পরিবর্তন হয় তেমনি মানব শরীর ও প্রকৃতির অংশ বলে, ওর মধ্যে enzyme, receptor ইত্যাদি পরিবর্তন হয়-medical science এ প্রমাণিত। যেমন গরমকালে আম-কাঁঠাল হয়। আমাদের শরীরেও একপ্রকার enzyme ও receptor জন্মায় যা ঐ সমস্ত খাবার থেকে পরিপাকের মাধ্যমে পুষ্টি সংগ্রহ করে। কিন্তু শীতকালে ঐ enzyme ও receptor মরে যায় তাই গরমের ফল খেলে উপকার না হয়ে অপকার হয় অর্থাৎ রোগ সৃষ্টি হয়। যেমন শরতে কাশ ফুল জন্মায় অন্যকালে মরে যায়।

প্রাকৃতিক খাবার থেকে শরীর প্রায় ৯০-৯৯ শতাংশ পুষ্টি গ্রহণ করে; পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম হয়। যেখানে কৃত্রিম বা প্রক্রিয়ামূলক খাবার থেকে ৩০-৪০ শতাংশ শরীরের কাজে আসে; বাকীটা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াতে পরিণত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ- Normal pregnancy তে যে Iron tablet খায় তা থেকে শরীর ৩৩ শতাংশ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আয়রন সমৃদ্ধ ফল-সবজি থেকে শরীর ৯৯শতাংশ গ্রহণ করে। Gynaecology বইতে তা প্রমাণিত। তাই মানুষ বাদে পৃথিবীর আর কোন প্রাণীর আয়রণ বড়ি খেতে হয় না— কারণ তারা প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে; আর মানুষ জ্ঞান পাপী, জেনেও তা মানে না।

পরিশেষে, বলতেই হয়, আমরা যদি স্বাভাবিক জীবনের ছন্দের তালে তালে চলার অভ্যাস করি তাহলে স্বামীজির বাণী অনুযায়ী আমাদের মন হবে ইস্পাত কঠিন পবিত্র শক্তিতে ভরপুর আর মাংসপেশী হবে লৌহ কঠিন দৃঢ় ও সচল।

* ডাঃ প্রকাশ হালদার
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ
সাঁকতোড়িয়া হাসপাতাল, সদর দপ্তর

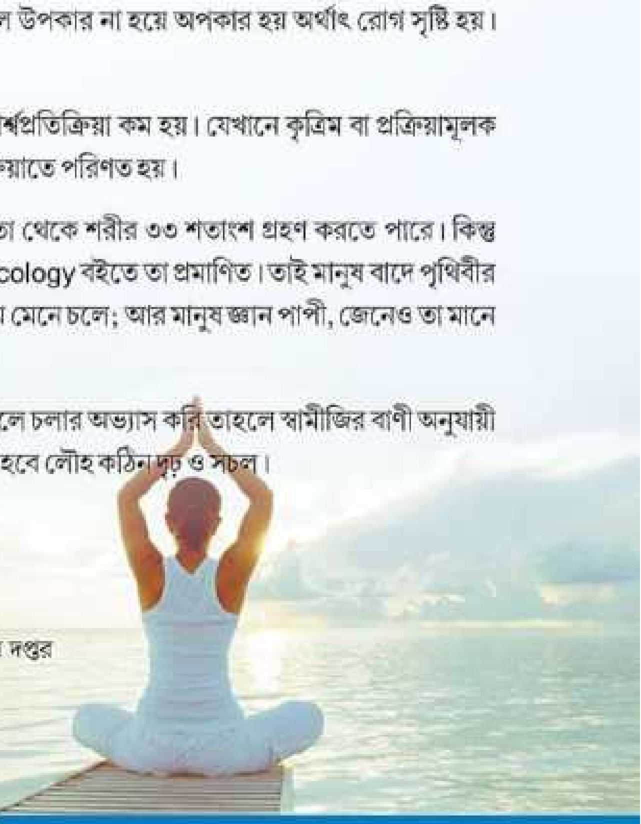

স্কুলের আহ্বান

সবারে করি আহ্বান মোর হৃদয় মাঝে।
এসো এসো হে ত্বরা করে,
মাতৃহৃদয় মোর আকুল চিতে
কত বরষের কত সন্তান মম
নূতন কি পুরাতন, বড় কি ছোট
এসো এসো এসো হে মোর আঙিনা প'রে ।

ভুলি নাই, ভুলি নাই সন্তান মম
মাতৃহৃদয়ের প্রদীপ জ্বেলেছি হৃদয় তব ।
আকুল প্রাণে করুনার শাসনে
জ্ঞানের আলোকে করেছি মানুষ তব
এসো এসো এসো হে মোর নয়ন মাঝে ।

সবারে করি আহ্বান একটি বারের তরে,
আকুল মায়ের প্রাণ নয়নে বারি ঝরে,
কত বরষ পাইনি পরশ
রাগ-দ্বেষ- অভিমান ভুলে
এসো এসো এসো হে মায়ের শূন্য কোলে।

কর্মই সত্য, তারই সাধনে
বিদেশ বিঁভুয়ে আছো যতনে।
তত্ব জ্ঞানের আলোকে হৃদয়ে দেখ হে সবে ,
তোমাদের মাঝে মোর পরশ আছে যে লুকিয়ে।
নাড়ীর টান কভু না টুটে বিধাতার রোষে
সমাজ মনের মলিনতার কিঞ্চিত ছাপ পরে তাতে !

ঝেড়ে ফেল মলিনতা, দাঁড়াও উঠে
দাদা-দিদি, ভাই-বোন, ছোট-বড় সবে
সাথে আছে গুরু জন আলোর মশাল হাতে
এসো এসো এসো সবে মোর প্রান মাঝে ।

❋ ডাঃ প্রকাশ হালদার
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ
সাঁকতোড়িয়া হাসপাতাল, সদর দপ্তর

এটাই স্বপ্ন

জীবন শব্দটা হয়তো অনেক ছোট
তবু এর গুরুত্ব অনেকই বড়ো,
জীবন এখনও অনেক বাকী
নিজেকে লাগে তাইতো একাকী ।
সুখ জীবনে আমার
সেতো খনিকের সারথী,
আনন্দে হয় ভয়
মনে হয় সব যেন কুহেলি ।
আজই মনের কামনা
জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ভাবনা,
ভালো আছি ভালোই থাকবো
সবাইকে ভালো রাখবো ।
এ জীবনের বাসনা
বাস্তব হোক যতই বড় কঠিন
তবু জীবনের লড়াই লড়বো একাকী,
স্বপ্ন দেখবো, সফল করব,
সকল বাধা যাবে সরে
বড়দের আদর আর আশীর্বাদে ।
সকল ব্যর্থতা ভুলে
একদিন ঠিক – আমার সকল আশা হবে পূরণ
আগামী দিনে যাব এগিয়ে এমনি ভাবেই
এটাই স্বপ্ন ।

❋ আশা গোপ
শোনপুর বাজারী প্রোজেক্ট

ইসিএলের দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় হিন্দি সম্মেলন

কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে, দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় হিন্দি সম্মেলন, ২০২৪ (শুক্রবার) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের শ্রী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোলের শ্রী রামকৃষ্ণ মিশন অডিটোরিয়ামে তার সহায়ক সংস্থা ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্ লিমিটেড (ইসিএল), বার্নপুর-আসানসোল নগর রাজভাষা কার্যান্বয়ন সমিতি (নারকাস) এবং কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় (কেএনইউ), আসানসোলের সহযোগিতায় কয়লা খনি ক্ষেত্রে হিন্দি ভাষার ক্রমাগত প্রচারের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'সাহিত্য ও লোকভাষা'। এর উপ-আলোচ্য বিষয় ছিল হিন্দি ও বাংলা সাহিত্য (রেফারেন্স, লোকভাষা), হিন্দি সাহিত্যে হিন্দির লোকভাষা, হিন্দি ও তার সাহিত্যের লোকভাষা, আদিবাসী ভাষার সাহিত্য, সময়ের সাহিত্য, ব্রজের সাহিত্য, মৈথিলীর সাহিত্য, ছত্তিশগড়ী ও বাঘেলি এবং ভোজপুরি এবং তার সাহিত্য ছিল।

মাননীয় শ্রী ব্রিজেন্দ্র প্রতাপ সিং, অধ্যক্ষ, বার্নপুর-আসানসোল নারকাস এবং সেলের ইস্কো স্টিল প্ল্যান্ট ও দুর্গাপুরের ডিরেক্টর-ইন-চার্জ, ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্ লিমিটেড এবং ভারত কোকিং কোল লিমিটেড, অধ্যক্ষ তথা পরিচালন অধিকর্তা, মাননীয় শ্রী সমীরণ দত্ত, ইসিএল নির্দেশক (বিত্ত ও কার্মিক) মাননীয় মহম্মদ আনজার আলম, নির্দেশক (প্রযুক্তি) সঞ্চালন এবং পরিয়োজনা ব যোজনা মাননীয় শ্রী নীলাদ্রি রায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আসানসোলের রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় স্বামী সোমানন্দজি মহারাজের পবিত্র উপস্থিতিতে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তিনি।

সম্মেলনে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন AISECT Group of Universities বিশ্বরঙের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী সন্তোষ চৌবে, বরিষ্ঠ সমালোচক এবং জন সংস্কৃতি মঞ্চের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী রবিভূষণ, বরিষ্ঠ সমালোচক এবং আইএএস মাননীয় শ্রী রণেন্দ্র, বাবাসাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের, কলকাতার উপাচার্য প্রফেসর (ডঃ) শ্রীমতি সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়, হাওড়ার উপাচার্য প্রফেসর (ডঃ) বিজয় কুমার ভারতী, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় আসানসোলের (ডিন) প্রফেসর (ডঃ) সজল কুমার ভট্টাচার্য, বিধানচন্দ্র (বিসি) কলেজে, আসানসোলের ডঃ বিজয় নারায়ণ, বনওয়ারিলাল ভালটিয়া (বিবি) কলেজ, আসানসোলের ডঃ বিজয় প্রসাদ, আসানসোল গার্লস কলেজ, আসানসোলের হিন্দি বিভাগের প্রধান ডঃ বিজেন্দ্র কুমার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলায় উপস্থিত কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, বিধানচন্দ্র (বিসি) কলেজ, বনওয়ারীলাল ভালটিয়া (বিবি) কলেজ, আসানসোল গার্লস কলেজ, কুলটি কলেজ, রানীগঞ্জ গার্লস কলেজ, টিডিবি কলেজ (রানীগঞ্জ), দেশবন্ধু কলেজ (চিত্তরঞ্জন), মাইকেল মধুসূদন কলেজ (দুর্গাপুর) এবং অন্যান্য কলেজ/ বিদ্যালয়ের প্রফেসর অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং বার্নপুর-আসানসোল নগর রাজভাষা কার্যান্বয়ন সমিতির সকল সদস্য যেমন ইস্কো স্টিল প্ল্যান্ট, ভারতীয় রেলওয়ে, ব্যাংক ইত্যাদির পাশাপাশি ইসিএল কর্মচারীদের সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। একই সঙ্গে বিশিষ্টজনেরা ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সদয় উপস্থিতিতে সম্মেলনের তাৎপর্য প্রমাণিত হয়। কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ইসিএল এই সম্মেলনের আয়োজন করেছিল।

এই সম্মেলন মানুষের মনে হিন্দিকে আলোকিত করার ঐতিহ্যের বীজ হিসাবে কাজ করেছে, যাতে আগামী সময়ে, আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী দক্ষ ও দক্ষ রাজভাষা কর্মকর্তা, ভাষাবিদ, সুনামি লেখক, কবি, সাংবাদিক ইত্যাদির মতো পেশায় মনোনিবেশ করবে। একই সঙ্গে ইসিএলের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (Corporate Social Responsibility : CSR) বাস্তবায়নে এ সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভারতীয় সংবিধানের ভাগ ৪(ক) মৌলিক কর্তব্যের অনুচ্ছেদ ৫১ (ক) (চ) এর অনুসারে বলা হয়েছে যে ভারতের প্রত্যেক

নাগরিকের কর্তব্য হল ''আমাদের সামাজিক সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করা এবং সংরক্ষণ করা'' এবং ভাগ ১৭ এর ৩৫১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে ''হিন্দি ভাষার প্রসারকে উন্নীত করা ইউনিয়নের কর্তব্য হবে। ভারতবর্ষের মিশ্র সংস্কৃতির সকল উপাদান প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে কাজ করার জন্য এটিকে এমনভাবে বিকশিত করা এবং অষ্টম তফসিলে উল্লিখিত হিন্দুস্তানি এবং ভারতের অন্যান্য ভাষায় ব্যবহৃত ফর্ম, শৈলী এবং অভিব্যক্তিগুলিকে তার প্রকৃতিতে হস্তক্ষেপ না করে এবং যেখানে প্রয়োজন বা পছন্দসই, প্রধানত সংস্কৃত থেকে এবং দ্বিতীয়ত অন্যান্য ভাষা থেকে এর শব্দভাণ্ডার শব্দগুলি ধার করে এর সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা।"

প্রথম তিনটি অধিবেশনে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধিবেশনে উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ইসিএলের নির্দেশক (বিত্ত ও কার্মিক) মাননীয় মহম্মদ আনজার আলম পরিবেশন করেছেন। উদ্বোধনী বক্তব্য সোমা জি এবং বীজ বক্তব্য সন্তোষ চৌবের দ্বারা বিবৃতি করা হয়। কুমারী অন্বেষা চক্রবর্তী লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বার্নপুর-আসানসোল নরকসের অধ্যক্ষ পরিবেশন করেন। একই বীজ বক্তব্য দেন শ্রী রবি ভূষণজি। এই অধিবেশনে সন্তোষ চৌবেজী এবং সোমাজী কবিতা আবৃত্তি করেন। সম্মেলনে বক্তারা 'সাহিত্য ও লোকভাষা' বিষয়কে সামনে রেখে বহুমাত্রিক ফর্ম উপস্থাপনের মাধ্যমে শ্রোতাদের মনে ছাপ রেখে যেতে সক্ষম হন।

প্রথম অধিবেশনে, কেএনইউ-এর ডঃ প্রতিমা প্রসাদ স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইসিএলের কোম্পানি সচিব শ্রী রামবাবু পাঠক এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইস্কো স্টিল প্ল্যান্টের শ্রী চন্দ্রানন্দ পাঠক এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেএনইউ-এর ডঃ একতা কুমারী। পুরো সম্মেলনটি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেছিলেন ইসিএলের কর্মী কুমারী সুমেধা ভারতী।

সবুজের ঠিকানা

''হারিয়ে যাবো''
সবুজের দেশে, ভয়শূন্য উচ্চ শিবিরে;
''হারিয়ে যাবো''
স্নিগ্ধ শোভনে, নির্বাক সুশীল সুদুর প্রসারে!
''হারিয়ে যাবো''
মেঘের ঘনঘটায়, ধোঁয়াশায় ভরা উন্মুক্ত প্রত্যাশে;
''হারিয়ে যাবো''
অগোচরে, অচেনা কোনো অভিলাষে!
উন্মুক্ত উত্তাল বাতাসের মাধুর্য্য
আকৃষ্ট করে বারে বারে.......
উন্মুক্ত গাছ গাছালি
মাথা নাড়ে সুরে সুরে......
কলরবে আজ মেতেছে সবুজ,
গুঞ্জনে মেলেছে পাখা.........
আত্মহারা এই পৃথিবী
পেয়েছে এক নতুন শিখা............
''হারিয়ে যাবো''........ কোনো একদিন;
এই পৃথিবীর মায়াবনে
পাখ-পাখালি, গাছ-গাছালি, সবুজে ভরা প্রান্তরে....!
''হারিয়ে যাবো''
পাহাড়-পর্বত, মরুভূমির আদলে;
সবুজে ঘেরা পৃথিবীর
পুলকিত ধরাতলে।।
''হারিয়ে যাবো''
ঝর্না স্রোতে, ভাসমান গগনে
''হারিয়ে যাবো''
দিকে-দিগন্তে, উন্মুক্ত-আনমনে.......
হারিয়ে আমি যেতে চাই..........
মুক্ত ভাসমান মেঘের দোলায়
যেথায় গেলে শান্তি মেলে.....
.............ঠিক.............
সবুজের ঠিকানায় ।।

* শুভশ্রী দাস
ইন্টারনেল অডিট
সদর দপ্তর

শ্যামাঙ্গিনী

ঘুম থেকে উঠে শুভ্রদীপ দেখে শ্যামাঙ্গিনী তার মাথার কাছে বসে বই পড়ছে ।

কি রে আমার রুমে তুই কি করছিস ?

শ্যামাঙ্গিনী ঠোঁটের উপরে হেসে বলে, ''দেখতে পাচ্ছো না কি করছি !''

হেঁয়ালি করিস না, এখানে তুই কি করতে এসেছিল ?

শ্যামাঙ্গিনী ও শুভ্রদীপ দুজনেই বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। শ্যামাঙ্গিনী অঙ্কের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী । আর শুভ্রদীপ pH d করছে কেমিস্ট্রির উপর । দুজন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থী হলেও দুজনে পরিচয় হয় ওদের পরিচিতির মাধ্যমে । শ্যামাঙ্গিনীকে শুভ্রদীপের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় রত্না । রত্না শুভ্রদীপ একসাথে pH d করছে। রত্না শ্যামাঙ্গিনীর বন্ধু শুভর দিদি। রত্নার সাথে শুভ্রদীপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ওদের বিয়েও ঠিক হয়ে আছে। এটা শ্যামাঙ্গিনী রত্নার ভাইয়ের কাছেই শুনেছিল। যেহেতু রত্নার পরিচিত এবং রত্নাও শ্যামাঙ্গিনীকে তুই বলে সেই জন্য শুভ্রদীপও তুই বলে।

তোকে আমি কি জিজ্ঞাসা করছি ?

দেখছো না পড়ছি ।

কপালে হাত পড়তেই শুভ্রদীপ দেখে মাথাটা ফুলে আছে ব্যাথাও করছে । এতক্ষণ শ্যামাঙ্গিনীকে নিজের ঘরে দেখে কপালের ব্যাথাটা অনুভব করতে পারেনি । কিন্তু কপালে হাতটা পড়তেই ব্যাথাটা টনটন করে উঠল । দেওয়াল থেকে আয়নাটা নিয়ে, আয়নায় কপালটা ভালো করে দেখতে দেখতে নিজের মনেই বিড়বিড় করে কিছু বলতে লাগলো।

শ্যামাঙ্গিনী আঁড়চোখে দেখে নিজের মনে একটু গোপন হাসি হেসে আবার নিজের পড়ায় চোখ ঘোরালো।

হে রে আমার কি করে কপালে লাগলো, বলতে পারবি ? রাত্রে কি খুব বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম ?

কথাগুলো শ্যামাঙ্গিনী শুনেও যেন শুনতে পেলো না।

কি রে আমি তোকে কিছু বলছি। কথাগুলো কানে যাচ্ছে না।

আমি কি করে জানবো। মুখ চোখ যথাস্থানে রেখেই শ্যামাঙ্গিনী উত্তর দিলো।

তুই কিছুই জানিসনা বুঝি– চোখ আয়নার থেকে সরিয়ে মুখ ঘুরিয়ে একটু তির্যক ভাবে কথা গুলো বললো।

জানি, তবে বলবো না।

বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে বলে উঠলো, তবে আমার ঘর থেকে বেরো। একটা ছেলের ঘরে একা থাকতে, যা বেরো, বলেই বিছানা থেকে উঠে দেখে নিচে জামা চাদর পড়ে। ওগুলো দেখে বুঝতে পারছে না এগুলো নিচে কেনো পড়ে। কে ওর জামা খুললো ।

হেরে আমার জামা খুলেছে কে?

আমি।

কেন ?

তুমি বমি করে ভরিয়ে ছিলে তাই। চাদরেও বমি করেছো ।

ও! আমাকে কি তুই এনেছিস আমার ঘরে ?

শুধু নিয়েই আসিনি, সারারাত জেগে বসে আছি। কোন হুঁশ ছিলো তোমার। কি করছিলে! পেটে যখন হজম হয়না তখন ছাইপাশ গিলতে যাও কেন !!!

কথা গুলো রূঢ় ভাবে শাষণের স্বরে বললেও যেন কোথাও শাষণের থেকে ভালোবাসার ভারি বেশী ছিলো। কথাগুলো নদীর নববন্যার পাড়ভাঙ্গা ছলাত ছলাত শব্দের মতো হৃদয় জুড়ে আছড়ে পড়তে লাগলো । নিজেকে সংযত করে, আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করলো, ''তুই কেন, রত্না কোথায় ?"

যেমন তুমি তেমনি তোমার বান্ধবী। দুজনে গিলেছে। যেমন দেবা তেমনি দেবী। তাও ভালো দেবী কম খেয়েই বেহাল ।

শুভদীপ একটি স্কুলে চাকরি পেয়েছে, সেই আনন্দে ওর বন্ধুরা পাটি আদায় করেছে । শ্যামাঙ্গিণীকে শুভদীপ নেমতন্ন করেছিলো । তবে রত্নাও বলেছিলো আসতে । অর্ডার দিয়ে বিরিয়ানী আনিয়েছে, সাথে কষা মাংস আর সেলাড । আর।

এত আয়োজনের কি প্রয়োজন ছিলো বুঝিনা বাপু । মদ আর মাংস খেয়েই যখন পেট ভরাবে তখন ।

কেউ কিছু খাইনি ?

যাও দেখে এসো, সব তোমার অপেক্ষায় ।

তুই খেয়েছিস ?

আমার কথা না ভাবলেও চলবে । আর কোন দিন তোমাদের পার্টিতে আসবো না ।

না, এলে তোকে তুলে নিয়ে আসবো । শুভদীপ হাসতে হাসতে কথা গুলো বলে উঠল ।

কথা গুলো যেন লঙ্কাবাটার মতো কানে ঢুকলো, নিজের সীমা নিজের সীমাবদ্ধতা ভুলে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলো, আমি কি তোমার প্রেমিকা, না বৌ নিজের ভুল বুঝতে পেরেই নিজেকে সামলে নিয়ে নরম সুরে বলে উঠলো, না আমার অসস্তি হয় । ওসব আমাদের কেউ খাইয় না । আমি খুব নিম্নপরিবারের মেয়ে রত্নাদির মতো পরিবারের নই, তাই হয়তো। কথা গুলো আর শেষ করতে পারলো না শ্যামাঙ্গিণী ।

কথাগুলো শ্যামাঙ্গিণীকে লজ্জা ঘৃণার চোরাবালিতে যেন টেনে নামিয়ে দিতে লাগলো । কি বলবে বুঝে উঠতে পারছে না । পৃথিবী যেন দুটুকরো হলেই ভালো হয় । শ্যামাঙ্গিণীর কথা গুলো শুনে যেন শুভদীপও নিজের বাক্ শক্তি হারিয়ে ফেলছে । ভুলেও কোন দিন শ্যামাঙ্গিণীর সাথে ইয়ার্কি করেনি, আর আজ তার কাছ থেকে এই সব কথা শুনিতে হবে কোন দিন কল্পনাও করেনি । ছিঃ ছিঃ, নিজের মধ্যেই যেন নিজের প্রতি ঘৃণা চলে আসছে ।

নিজের আবেগ নিজের প্রতি ঘৃণা সম্বরণ করতে না পেরে শ্যামাঙ্গিণীর হাত দুটো ধরে শুভদীপ বলে উঠলো বিশ্বাস কর আমি এসব খাই না, আমাদেরও কেউ কোন দিন খাইনা। রত্না আমাকে চাপ দিয়েছি, তাই। বিশ্বাস কর।

এত আবেগমথিত আবেদন, এত অসহায় মিশ্রিত নিবেদন, এত হৃদয়মথিত কষ্টের প্রকাশ শ্যামাঙ্গিণী কোন দিন শোনেনি। পুরুষের স্পর্শে যে এতো আনন্দ এত শিহরণ জাগায় শ্যামাঙ্গিণী কোন দিন অনুভব করেনি।

হাতদুটো শুভদীপের হাত থেকে ছাড়াবার ক্ষমতাও যেন এক লহমায় হারিয়ে গেছে । লজ্জায় মুখ লাল হয়ে উঠছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠছে কপালে মুখে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠলো, এ কি করছো শুভদীপদা, এ কি করছো।

শুভদীপ কি করবে কি বলবে বুঝতে না পেরে মৃদু স্বরে বলেতে উঠলো, শ্যামাঙ্গিণী তোর সাথে আমার আগে কেন দেখা হয়নি !!!

* পার্থ চৌধুরী
সোনপুর বাজারী প্রজেক্ট

প্রকৃতির মান

প্রকৃতি তুমি হারিয়ে গেছো ফেসবুক ইন্সটাতে
কোকিলের ডাক কুহু কলতান সবকিছুই পাই তাতে
যে ছেলের দল তোমার নদীতে মেতেছিল জল খেলাতে
তারা তো এখন ব্যস্ত সকলে মোবাইল খানা চালাতে
মাঠভরা ধান শস্যশ্যামলা বাতাসের ধ্বনি মর্মর
ফুলে ফলে ভরা শাখা দেখে ভাবি কতটা তুমি সুন্দর
তোমার ওই সৌন্দর্য্য আজ ঘেরা হয়ে আজ ফসেবুকে
Like, Comments, Share
সবাই করছে দেখো ফার্স্ট লুকে
ঝরনার ঝিরি ঝিরি শব্দ ভ্রমরের সেই গুঞ্জন
বৃষ্টির সেই অনুভূতি আজ মোবাইলের Ringtone
পাই সবকিছু পাইনা শুধু ভালোবাসা আর সেই টান
মোবাইল যুগে লোপ পেয়েছে প্রকৃতির আসলমান

* পূর্ণিমা দাস
কোয়ালিটি কনট্রোল বিভাগ
সদর দপ্তর

দিনদুঃখী

এই সমাজে কত মানুষ আছে আজও নিঃস্ব।
খাবার খোঁজে পথেই কাটে শীত থেকে গ্রীষ্ম।।
নোংরা গায়ে নোংরা পোশাক কেউবা অর্ধ উলঙ্গ।
পায়না তারা একটু কাপড় ঢাকতে নগ্ন অঙ্গ।।
খাবার খোঁজে পথে পথে ভিক্ষা যে আজ করে।
এই দৃশ্য দেখার পরে দুচোখে জল ঝরে।
রোদ বৃষ্টি আর ঝড়ের মাঝে ভিক্ষা তারা করে।
ক্ষুধা মেটানোর একটু অন্ন যায় যে নিয়ে ঘরে।
ঘর বলতে আছে শুধুই ঘাসে পাতায় ঘেরা।
পর্ণকুটিরে আজকে তারা থাকে বেঁধে ডেরা।
ধনীজনে ঘৃণার চোখে বলেন নীচু জাতি।
চেষ্টা ছড়ায় ঘুরে বেড়ায় সকাল থেকে রাত্রি।
গরীব বলে পারেনা তাদের ছেলেকে দিতে শিক্ষা।
শিক্ষাভাবে তারাও করে পথে শুধু ভিক্ষা।।
শত করেও যায়না মেটানো গরীবের বংশধর।
হয়তো পাওয়া কোনো যুগের অভিশপ্ত বর।।

* রাজেন সাধু
সদর দপ্তর

চৈত্র অবসানে

সপ্তরথীর সাঁড়াশি আক্রমনে ট্রান্সফার। এ যেন সাপে বর হয়ে গেল সুখেনের জীবনে। এরিয়া স্টোরের বিশাল দায়িত্বভার সামলালেও নানান সমালোচনার সম্মুখীন হতে হত। কটাক্ষ, তীর্যক, আর ঝুট-ঝামেলার উৎপীড়ন থেকে রেহাই। ঈশ্বর যেটা করেন মঙ্গলের জন্যই।

সুখেন স্বভাবসিদ্ধভাবে কম কথার মানুষ। শান্ত, নিরীহ ও কর্তব্যপরায়ন। সে ভালবাসে নিজের কাজকে এবং কাজের স্থানকে। নিখুঁতভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে চায় সবকিছুই। যেটা তার স্বভাবগত। দীর্ঘদিন একই বিভাগে থাকার সুবাদে অভিজ্ঞতার আলোকে সবকিছুই যেন তার নখদর্পনে। সাজানো গোছানো স্টোরটার হিসাব নিকাশ গুলোও Upto date থাকত। যারজন্য স্টোরটার প্রতি তার একটা ভালবাসা, মায়া এবং আন্তরিক টানও ছিল। কিন্তু ! চৈত্র অবসানে অর্থাৎ কর্মজীবনের অন্তিমলগ্নে এসে হঠাৎ এই ট্রান্সফারে মনে একটু আঘাত পেলেও কিছু করবার নেই। মেনে নিতে হয়। - চাকরি তো?

আজকের দিনে নিষ্ঠা ও সততার যে কোন মূল্য নেই - সেটা সুখেন অনুভব করল হাড়ে হাড়ে। টের পেল কিছু স্বার্থান্বেষী, মুখোশধারী মানুষকে। বন্ধু বেশে বজ্জাতি। মিছরির ছুরি গুলোকে। যাদের চক্রব্যুহ রচনায় আর শকুনির পাশার চালে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকেও মত পাল্টাতে হয়।

সে যাইহোক, সুখেন জয়েন করে নিল Dragline Section এর Store in charge এর দায়িত্বে। কয়লাশিল্প হলেও এখানকার মানুষজন বেশ ভদ্র এবং রুচিশীল। যথোপযুক্ত সম্মান ও শালীনতা বজায় রেখে চলে। কথাবার্তা এবং ব্যবহার ও মার্জ্জিত। সুখেন যে নতুন - সেটা তারা ভাবত না। দিন কয়েকের মধ্যেই যেন আপন করে কাছে টেনে নিয়েছিল।

প্রতিদিন সকালে ডিউটিতে যোগদানের সময় প্রথম দর্শনেই , সুপ্রভাত —। নমস্কার — প্রতি নমস্কার দিয়ে দিনটার শুরু হয়ে যায়। সকাল বেলার এই আচরণ সুখেনের মনে রেখাপাত করত। ভাললাগত। অনুভূত হত পবিত্রতার। শুদ্ধ সত্তার। তখন সুখেনও মনে মনে প্রার্থনা করত সর্ব্বশক্তিমানের কাছে। বিশ্বপিতার রাতুল চরণে-

হে ঈশ্বর —। হে দীনবন্ধু —। হে জগতের নাথ — পরম কল্যানকারী ভগবান। তুমি সকলের মঙ্গল করো প্রভু। আজকের দিনটা যেন সকলের কাছে সুন্দর, সুখময় এবং সৌভাগ্যের হয়। সকলেই যেন নিজের কর্ত্তব্যে অটুট থেকে অক্ষত অবস্থায় বাড়ী ফিরে যেতে পারে।

বিশাল হেভি মেশিনের কাজ। অধিকাংশ Skilled শ্রমিক Technical, Mechanical Engineering-এর কাজে নিযুক্ত। যেখানে প্রতিটি কাজই দায়িত্বপূর্ণ এবং বিপদ সঙ্কুল । হয়ত একটু অসতর্ক হলেই ঘটে যেতে পারে অঘটন। Accident প্রাণঘাত পর্যন্ত...।

Workshop থেকে Shift গাড়ীতে Field এর উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের রওনা হওয়ার সময় সুখেনের মনটা কেমন যেন হয়ে যেত। যাদের প্রত্যেকের পেছনে রয়েছে এক একটা পরিবার। পোষ্যগন। ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন বৃদ্ধ পিতা - মাতা, সকলেই তার মুখচেয়ে। স্ত্রী-রা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে বাড়ী না ফেরা পর্যন্ত..। চেয়ে থাকে পথপানে...।

Drag Line Machine অর্থাৎ বৃহৎ হেভি আর্থ মুভার্স মেশিন HEMM যেটা Made in U.S.A.. Marion Co. যার মোট ওজন ২০২৫ ম্যাট্রিক টন। Bucket Capacity ২৬.৮০ cm. অর্থাৎ ৫০ টন Over burden অথবা 'কয়লা' প্রতি Trip এ মাটির নীচে থেকে উপরে তুলতে সক্ষম। এবং প্রতি ঘন্টায় ৪০ Trip 'কয়লা তোলা যায়। ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্ লিমিটেড এর

একমাত্র মেশিন যেটা দীর্ঘদিন এই শোনপুর বাজারী প্রজেক্টে চলছে। এবং বিপুল পরিমানে কয়লা উৎপাদন করে চলেছে।

(2)

সেদিন ছিল শনিবার। ড্রাগ লাইন নূতন অফিসে জয়েন করবার সময় বড় সাহেব নির্দেশ দিলেন যে বড়বাবুর কাছে নামটা লিখিয়ে দিতে। ঠক্ – ঠক্ – ঠক্ – ঠক্ শব্দটা অনুসরন করে নির্জন আলো আঁধারি অফিসটার ভেতরে যেতেই সুখেন দেখতে পেল টিম্ - টিম্ করে জ্বলা একটা নিয়ন বাতির নীচের বসে ঠক্ ঠক্, ঠক্ ঠক্ করে টাইপ করে চলেছেন বেশ গোলগাল, নাদুশ নুদুশ চেহারার এক ভদ্রলোক। তবে তার চশমা পরা সুন্দর মুখ মণ্ডলের মাঝে খাবার মুখটা ঢাকা পড়ে গেছে কাঁচা পাকা শ্মশ্রুতে অর্থাৎ গোঁফ যুগলে। তবে তার মধ্যেই চশমার ফাঁকে তির্যক নয়নে একবার সুখেনের দিকে তাকিয়ে মচের ফাঁকে - মুচকি হেসে নিল সেই ভদ্রলোকটি। তবে সেই হাসির হিঃ হিঃ, হিঃ হিঃ শব্দটুকু মাত্র কর্ণ গোচর হইল বটে কিন্তু দন্ত দর্শন হইল না।

-নমস্কার। প্রতি নমস্কারের পর ঐ ভদ্রলোকটির চশমাটা একেবারেই নাকের ডগায় উঠে গেল। তারপর শ্যেন দৃষ্টিতে আপাদ মস্তক বার কয়েক তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকে মাথাটা নাড়িয়ে বলে উঠলেন।

- কি হে? নতুন বুঝি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

- হিঃ হিঃ- হিঃ হিঃ। আমার অনুমানটাই ঠিক। এরে কয় অভিজ্ঞতা। লোক দেখেই বলে দিমু এ্যাঁরা কে। কি উদ্দেশ্যে এয়েছে। যতই হোক পুরাতন চাল তো? হিঃ হিঃ-

(এবারেও কিছু দন্ত দর্শন হইল না। কেবল মাত্র ভদ্র লোকের ভুঁড়িটা বার কয়েক নাচিয়া উঠিল।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি হলাম এখানকার বড়বাবু বলুন, মাঝারি বাবু বলুন আর গেঁড়া বাবু বলুন - 'সবই'। আমাকে এই অফিসটার সব কাজই সামলাতে হয়। হীরে থেকে জিরে পর্যন্ত। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ।

কথাগুলো বলে একবার নিজের শরীরটার দিকে তাকিয়ে নিল। হয়ত উল্লাসিত বোধ করল।

- দারুন স্মার্ট আপনি। তাই এত ঝক্কি সামলাচ্ছেন।

- ঠিক তাই। আমি এখানে ঐ Dragline Machine (HEMM) মেশিনটার Erection Period অর্থাৎ জন্মলগ্ন থেকেই আছি এই একই চেয়ারে। বুঝলেন - আমার দেখা কত এল আর কত যে গেল সবই আমার নখ দর্পনে। হিঃ হিঃ - হিঃ হিঃ -

সুখেন ভাবলো যে লোকটি বেশ দাম্ভিক। যেন অক্ষয় বট। লোহায় মাথা বাঁধিয়ে এসেছেন। চিরদিন এখানেই থাকবেন। ঠিক যেন ধমকের স্বরে বলে উঠলেন -

- কি বলেন?

আজ্ঞে কিছু না। ভাবছি কি প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা আপনার। যার জন্য একই চেয়ারে এতদিন –। কোন উত্থান নেই - আবার পতনও নেই....। সবকিছু দক্ষতার সাথে ।

- হ্যাঁ ঠিক তাই। সেই শুরু থেকে তেওয়ারী সাহেব, সিং সাহেব থেকে শুরু করে ভট্টাচার্য্য সাহেব, বোস্ সাহেব, রায় সাহেব, তারপর হেন সাহেব - তেন সাহেব, ফলনা সাহেব, তুষ 'ক' সাহেব। কত এল আর কত গেল তার কোন ইয়ত্তা নেই। কত আর বলব দিনক্ষন, নাড়ী নক্ষত্র, বিন্দু বিসর্গ পর্যন্ত সবকিছুই বলে দিতে পারি এই আঙ্গুল গুনেই।

- বাঃ অপূর্ব্ব। সত্যিই ভাবতে অবাক লাগে কি দারুন স্মৃতি শক্তি আপনার? সবই যেন চোখের সামনে জ্বল- জ্বল করছে.... ।

- হ্যাঁ ঠিক তাই।

তখন যেন সেই ভদ্রলোকটি গর্বিত বোধ করল নিজেকে নিয়ে। নিজের শরীরটার দিকে তাকিয়ে আবার সেই হাসি হিঃ হিঃ - হিঃ হিঃ - এবারেও কিন্তু দন্ত দর্শন হইল না শুধুমাত্র হিঃ হিঃ শব্দটুকু মাত্র। সুখেন ভাবল এ বুঝি নেহাতই তার ভাগ্যদোষ। নইলে এত চেষ্টা করেও....।

- কই দেখি Join Letter টা।

- নমস্কার-

একাগ্রতা ভেঙে সুখেন পেছন ফিরে চাইতেই দেখল - তেল চিট্‌ চিটে কালো ময়লা জামা পেন্ট পরা লম্বা ছিপ ছিপে গড়নের একটা মানুষ দাঁড়িয়ে। যার গায়ের রংটা কালো কুচকুচে, খোঁচা - খোঁচা একমুখ দাড়ির ফাঁকে সাদা সাদা গোটা কয়েক দাঁত বেরিয়ে হাঃ - হাঃ একমুখ হাসি হেসে বলছে-

- নমস্কার। আপনি বুঝি সু ক ন বাবু? ইখানে নতুন এলেন?

- হ্যাঁ, তবে সু ক ন নই - সুখেন বাবু।

- আমি ষষ্ঠীচরণ। আমার জন্মদাত্রী 'মা' মাগো 'মা' তোমার চরণে শত কোটি প্রণাম। সেই আমার 'মা' জননী 'মা ষষ্ঠীর' থানে তিন দিন তিন রাত ধর্ণা দিয়ে জীতাষ্টমীর দিন মা ষষ্ঠীর চরণ দর্শন করে আমাকে কোলে - পেয়েছিলন। তাই আমার নাম ষষ্ঠীচরণ।

- ওঃ, তাই বুঝি। নমস্কার । তোমার নাম আগেই শুনেছি।

তারপর অতি বিনম্রভাবে মুখভরা হাসি নিয়ে ষষ্ঠীচরণ বলতে শুরু করল। এবার তার কথায় জানন সু ক ন বাবু -

- ওঃ সু ক ন নই - সুখেন।

অঃ তাই-ই হল। আমাকে ইখানে সুবাই চিনে। বড় সায়েব, ছুটু সায়েব থিকে শুরু করে এরিয়া অপিসের সায়েব গুলান পর্য্যন্ত । কে না চিনে? এই ডগ্ মেশিনটর জন্মর বহু আগে থিকেন মানে সেই মান্ধাতার আমল থিকে ইখানে আছি।

- বাঃ

- এই যে আপিস ঘরট দেখছেন এগুলান সব আমারই হাতে তৈরী বটেক। এই ডগ্ - লায়ন মেশিন ট যখন ইরস্তি হয় তখন আমি কাজ করেছি। প্রত্যেকটি কল কব্জার নামটা আমি জানি। আওয়াজট শুনে বলে দিব কুথা গুলমালট আছে। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার সায়েব সুয়ব রা এসে আমার কাছে শলা পরামর্শ ল্যায় বুঝলন।

তাই নাকি? কি দারুন ব্যাপার...।

- তবে কি ভাবছন তুমি! হঠাৎ আপনি থেকে তুমি হয়ে গেল। ঐ যে বুম্বাই এর জাদগরি বাবু আছন - আমার কাজ দেখে খুব পছিন্দ হঁয়েছে। - সন্তুষ্টি হয়েছে - আমাকে বুম্বাই নিয়ে যেতে চেয়েছিল। বলেছিল - তুই চল আমার সঙ্গে। তুকে আমার কারখানায় কাজ দিব।মুটা বেতন দিব। থাকতে ঘর দিব। পরণের জামাকাপড়ট দিব। খেতে দিব। কিন্তু? আমি গেলম নাই।

- কেন?

-আমি বললাম যতই লুভ দিখাও হে ঠাকুর - আমি কিছুতেই ভুলছি না। আর তুমাকেও ছাড়ছি না। তুমি আমাকে যা বকশিস্ দিবার ইখানেই দাও। ইঃ দেশটা ছেড়ে কুথাও যাব না। নুন ভাত খাব তবুও নিজের দেশটর মাটিতেই থাকব।

- বাঃ বেশ করেছ।

- তুমার কুনু চিন্তা নাই। তুমার স্টরের সব মালপত্তরই আমার চিনা বটেক। আমি তুমাকে সব গুলান চিনাই দিবক। আমি যত ক্ষুন আছি তুমার কুনু চিন্তা নাই। তবে তুমাকে আমার একটা কুথা রাখতে হবেক।

- কি কথা?

- আমাকে একটা বিদেশী কাঠের প্যাকিং বাকস্ দিতে হবেক।

- অঃ এই কথা।

(3)

'তুমি রবে নীরবে অন্তরে মম' সেই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের স্মরণ নিয়ে তারই নির্দ্দেশিত পথ অবলম্বন করে কিছু শুভচেতনা সম্পন্ন মানুষ এগিয়ে যায় লক্ষ্যের দিকে। যার প্রতিটি পদক্ষেপ হয় দৃঢ় এবং আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। শান্ত, স্নিগ্ধ নয়নে প্রস্ফুটিত হয় তৃপ্ততার হাসি।

স্বভাবসিদ্ধভাবে কাজ পাগলা মানুষ সুখেনও তার কর্ত্তব্যে অবিচল থেকে অবসর সময়ে বেরিয়ে পড়ত। Erection Yard এর বিশাল চত্বরে। যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানান যন্ত্রাংশ Gear Pinion, Shaft Pinion, Hoist Rope Bucket Welding দেখতে দেখতে চলে যেত ফুলের বাগানটায়। যেথা যুঁই, জবা, যুথী মালতী, গোলাপের গুলবাগিচার সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে হারিয়ে যেত মন –। নানান ফুলের সুগন্ধে ভ্রমর ভ্রমরীর আনাগোনা আর গুণ গুণ গান শুনতে শুনতে মদ মত্ত হরিণীর মত এগিয়ে যেত সংলগ্ন জঙ্গলটার দিকে। যেথা-শাল-সেগুন, শিমূল-শিরিষ, তাল - তমাল আর অশ্বত্থ-বটের ছায়ায় এক-পা, দুই - পা করে এগিয়ে যেতে যেতেই কানে আসত পাখিদের কলরব।

শীঁ, চিঁ ; চিক্-চিক্ কিচির মিচির নানান পাখির কলরব শুনতে শুনতে কখন যে বেলা গড়িয়ে যেত পশ্চিমের বালুকা বেলায়।

- সুখেন বাবু বাড়ী যাবে না?

সম্বিৎ পেয়ে সুখেন তাকিয়ে দেখে তার পেছনে দাঁড়িয়ে রায়সাহেব। মিঃ সঞ্জীব রায়। যার সততা এবং কর্মদক্ষতা তুলনাতীত।

- হ্যাঁ স্যার। কখন এসেছেন এখানে?

- অনেকক্ষণ হলো। দেখছিলাম যে আপনি একাগ্রচিত্তে পাখিদের গান শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে পড়েছেন।

- হ্যাঁ স্যার। আমার মনটা কেন যে ঐ রকম? বুঝি না। মাঝে মাঝে আবেগ প্রবণ হয়ে পড়ে। তখন যেন সবকিছুই ভুলে যাই। কাজ কর্ম্ম, ঘর সংসার, স্ত্রী পুত্র ছেলে মেয়েদেরও কথা।

সেদিন সোমবার। সুখনে তার অফিসের টেবিলে খাতাপত্তর নিয়ে হিসাব নিকাশ করছিল। স্টোরের যাবতীয় কাজগুলো Update করছিল। Received এবং issue গুলো posting, ledger posting, SRV এবং correspondence এর ফাইলটায় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল।

কিচির মিচির –, কিচির মিচির – হঠাৎ দুটো পাখির ডাকে তার কাজের একাগ্রতা ভেঙে গেল। দেখল- তার অফিসটার সামনের জানালায় বসে দুটো শালিক পাখি। কিচির মিচির করে কি যেন বলতে চাইছে।

ব্যাস। আর কাজে মন বসে না সুখেনের। উড়ু উড়ু মন যে বেরিয়ে পড়ল। তখন তার মাথায় একটাই প্রশ্ন - নিশ্চয়ই ঐ পাখি দুটো তাকে কিছু বলতে চাইছিল? সেটা জানতে হবে -

তখন বেলা দ্বিপ্রহর। মধ্যগগনে সূর্যটাও তখন বড় বড় গাছের ফাঁকে - ফাঁকে লুকোচুরি খেলতে খেলতে এগিয়ে যাচ্ছিল পশ্চিম দিগন্তে। মৃদু মন্দ হাওয়ার পরশে প্রভাবিত মনটাও সেই আলোছায়ায় চুপি চুপি ঢুকে পড়ল ঐ জঙ্গলটায়। পাথরের একটা উঁচু ঢিপিতে বসে বসে শুনতে লাগল পাখিদের গান। কিচির মিচির কলরব —।

শিঁ — চিঁ — চিক্ চিক্ — কিচির মিচির শব্দগুলো —

কোন একটা সময়ে যেন বিভোর হয়ে যায় সুখেনের মন। হারিয়ে যায় ঐ গভীর অরণ্যের অন্তরালে। একান্ত নিরালায়। যেথা নির্জ্জনতার শূন্যতা ভেদ করে ভেসে আসে পাখিদের কলরব। ঝির - ঝির পবিত্র ঝর্ণা ধারার সাথে কল কাকলীর সুমধুর সুর সঙ্গমের মুর্চ্ছনায় সুখেন অনুভব করতে থাকে - এক অন্যস্বাদ। এক অন্য অনুভূতি। যেন পাখিরা ঐ কলতানের মধ্যেই তাকে বরণ করে নিতে চাইছে। জানাচ্ছে অভিনন্দন।

সু-স্বাগতম.... সু-স্বাগতম .... ।

এক অকৃত্রিম সুখানুভূতি, আনন্দ আর শিহরণে বুক ভরে যায় সুখেনের। অনুভূত হয় তৃপ্ততার। জেগে ওঠে অন্তরাত্মার আকুল আকাঙ্খা। বিকশিত হয় সুপ্তচেতনার উৎস।

কথাগুলো তোলপাড় করতে থাকে অন্তরের অন্তস্থলে। সুখেনের মনেপ্রাণে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতেই রাত কেটে যায় তবুও যেন চিন্তার অবসান হয় না। কি করা যায় পাখিদের জন্য? ভোরের হাওয়া গায়ে লাগতেই সুখেনের মনটা আরও উদগ্রীব হয়ে পড়ল। দৌড়াল সেই জঙ্গলটার দিকে -

শীঁ;চি — চিক্ চিক্ — কিচির মিচির — পাখিদের আবার সেই ডাক। — সু-স্বাগতম — সু- স্বাগতম। সুখেন অনুভব করল পাখিরা তাকে চিনতে পেরেছে। ভালবেসেছে। হয়ত সেজন্য আবার তাকে অভিনন্দিত করছে।

সু-স্বাগতম..... সু-স্বাগতম.....।

সুখেন খুশী হয়ে তার সঙ্গে আনা - চাল গম শস্যদানা গুলো ছড়িয়ে দিল জঙ্গলটার মধ্যে —। বলতে লাগল আয়রে সব পাখিরা। এই দেখ তোদের জন্য খাবার এনেছি- আয় তোরা সব খেয়ে নে —।

ব্যাস, বলতে বলতে পাখিগুলো হুড়মুড়িয়ে নীচে নেমে এলো। সুখেনের সামনে বসে নির্ভয়ে খেতে লাগল শস্যদানাগুলো। সুখেনের খুব ভাল লাগল। ভাবল কত সুন্দর পাখিগুলো। কত সরল এদের মন —। হয়ত একটু ভালবাসা পেলেই —

কিচির মিচির — কিচির মিচির ডাকে সুখেনের মনটা আবার আকৃষ্ট হলো। দেখলো - সেই অফিসের জানালার বসে থাকা পাখি দুটো। আবার তার সামনে এসে কিচির মিচির করে কি যেন বলতে চায়।

সুখেন বুঝবার চেষ্টা করে কি বলতে চাইছে ঐ পাখিগুলো?

কিচির মিচির, কিচির মিচির করে একটা পাখি উড়ে যায় ঐ পাকুড় গাছটার মগডালে ঐ বাসাটার দিকে। তখন অন্যপাখিটাও সুখেনের সামনে এসে কিচির মিচির করতে করতে উড়ে যায় পাকুড় গাছটার ঐ বাসাটায়।

আবার পরক্ষণে সেই পাখি দুটো ফিরে আসে সুখেনের কাছে। কিচির মিচির — কিচির মিচির — করতে করতে আবার উড়ে যায় ঐ বাসাটায়। এভাবে পাখি দুটো বার কয়েক উড়ে যায় আবার ফিরে আসে।

- সুখেন ভাবল - পাখিগুলো এমন করছে কেন?

- তবে কি ঐ বাসাটার মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে?

- হয়ত হতেও পারে - দেখা যাক — কি রহস্য লুকিয়ে আছে।

এক পা, দুই - পা করে এগিয়ে ঐ পাকুড় গাছটার কাছে যেতেই দেখল পাখি গুলো আরো জোরে চিৎকার করছে - কিচির মিচির - কিচির মিচির —।

সন্ধিগ্ধমনে সুখেন পাশের একটা গাছের ডালে চেপে দেখল একটা পাখির বাসা আর ঐ বাসাটিতে রয়েছে - দুটি ছোট্ট পক্ষী শাবক। রৌদ্দুর ছায়ার লুকোচুরিতে সোনালী পাখাগুলো যেন ঝিলমিল করছে। সুখেন বুঝতে পারল যে তাদের বাসায় নূতন অতিথির আগমন হয়েছে। জন্ম হয়েছে দুটি পাখির। হয়ত সেই আনন্দের ভাগ আমাকেও দিতে চাইছে তারা।

সুখেন বিগলিত হৃদয়ে দুই হাত তুলে আশীর্ব্বাদ জানাল - ঐ পক্ষীশাবকদের। পাখিগুলো তখন আবার কিচির মিচির - কিচির মিচির করে উঠল।

আবেগ তাড়িত মনটা তখন যেন ঐ নীল আকাশটার দিকে চেয়ে ভাবতে থাকে - এরাও তো ঈশ্বরের সৃষ্টি জীব। এদেরও 'মন' আছে। আছে হৃদয় ভরা ভালোবাসা। মায়া -মমতা, ক্ষুধা - তৃষ্ণা সবই। পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ সবারই আছে অল্পবিস্তর বোধ শক্তি। কণ্ঠে আছে সুমধুর সুর। যার দ্বারা মানুষের মনকে আকৃষ্ট করতে পারে। আবদ্ধ করতে পারে ভালবাসায়। করতে পারে সম্মোহিতও।

পরদিন এক টুকরো মিষ্ট নরম পদার্থ এনে সুখেন ঐ বাসাটায় রেখে দিল পক্ষী শাবকদের জন্য। পাখিগুলো আবার কিচির মিচির করে উঠল।

ভালবাসা, হৃদতা বা অন্তরের টান এ যে শুধু অনুভবের বিষয়। যেটা উপলব্ধি করা যায় শুধুমাত্র হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে - যে তার গভীরতা কত।

সুখেন ঐ ঢিপিতে বসে বসে ভাবছে - পাখিদেরও আছে সাধ - আহ্লাদ, উচ্ছাস, আনন্দ শিহরণ। আছে ভাল - মন্দর বিচার করবার শক্তি। যেটা আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে পারে - তাদের মনের ভাব। বন্টন করে নিতে চায় প্রিয়জনদের মধ্যেও -

কিচির মিচির শব্দে আবার সেই পাখি দুটো ফিরে এলো সুখেনের সামনে। মুখে ছোট্ট দুটো সুমিষ্ট পাকা ফল। ফেলে দিল সুখেনের কোলে।

ভাব-বিহ্বল হয়ে সুখেন অনুভব করল - এরাও জানে লোকাচার। অতিথি আপ্যায়ন। ভাব গম্ভীর হয়ে কথাগুলো ভাবতে ভাবতে হারিয়ে যায় সুখেনের মন কোথায় যেন —। অজান্তে কখন যেন চোখ থেকে বেরিয়ে আসে- 'জল'। আনন্দাশ্রু — । গর গর করে।

(4)

বর্ষ শেষ। ধুধু করা চৈত্র অবসানে ঝরাপাতার মর্ম্মরে সেদিন বেজেছিল মহাকালের প্রলয় ডঙ্কা। মেতেছিল তাণ্ডবলীলায়। বেজে উঠেছিল টেলিফোনটাও ঝন ঝন করে। ভীত সন্ত্রস্ত মনটা রিসিভারটা হাতে তুলতেই ভেসে এল বজ্রনিনাদ কণ্ঠস্বর —

মাতৃদেবী অন্তিম শয্যায় —

'অবাঞ্ছিত সেই ক্ষণ-
অভিশপ্ত মধু কৃষ্ণ পঞ্চমীর নির্জ্জন দ্বিপ্রহর
নক্ষত্র বিশাখার করাল কালিমার কষাঘাত
তীব্র যন্ত্রনাময়। বেদনা বিদুর... ।'

বিপর্যস্ত মন নিয়ে সুখেন দৌড়াল উদ্ভ্রান্তের মতো। যেদিকে চোখ যায়। আঁকা বাঁকা পথ, নালা, ডোবা, ঝাড়-জঙ্গল, অজয় নদের উপর নড়বড়ে বাঁশের সেতু পেরিয়ে সুখেন যখন গ্রামের বাড়ীতে পৌঁছাল তখন ঘটে গেছে মহাকালের তাণ্ডবলীলা। পরমারাধ্যা মাতৃদেবী বিদায় নিয়েছেন। চলে গেছেন বহুদূরে। যেখানে তার ছোঁয়া আর কোনদিনও পাওয়া যাবে না। তবুও আছড়ে পড়ল সুখেন মাতৃদেবীর নিথর দেহটার উপর-

'হৃদয় নিঙড়ানো শেষ নির্যাসটুকুও অর্পন করেছিলাম আলতারাঙ্গা চরণে। ধুইয়েছিলাম অশ্রুজলে তবুও অন্তরাত্মার আকুল আবেদনে বিগলিত হয়নি তোমার নিথর দেহখানা। পড়েনি একবিন্দুও - 'ফটিকজল'।

মহা নিদ্রায় আচ্ছন্ন সেদিন অজেয় অজয়ে - শান্ত, স্নিগ্ধ সৌম্য মূর্ত্তিখানি অপরূপা হয়ে মহাশ্মশানের বুকে ।

সবশেষ। শেষ হয়ে গেল একটা অধ্যায়ের। চৈত্র অবসানে ঝরাপাতার মর্ম্মরে যেন ওলট পালট হয়ে গেল সবকিছু। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল সুখেনের জীবনটাও। মা নেই তাই প্রতি পলে অনুভব করত তার অপূর্ণতা।

'মা আজ নেই -
তাই বুঝি মরমে মরমে তোমার অপূর্ণতা।
কত বড় তুমি - মহিয়সী। জননী গর্ভধারিনী মাতা।
স্বর্গাদপি গরিয়সী।'

নিঝুম-নিশ্চুপ মনে শুধুই অনুশোচনা—। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওলট পালট আর চিন্তার পাহাড় ভাঙ্গা। শূন্য হয়ে গেল তার জীবন। শূন্য হয়ে গেল তার এ-ঘর খানাও। আজ আর কেউ থাকল না তার সাথে মনখুলে কথা বলার —। সুখ দুঃখের কথা শুনবার। ভালবেসে কাছে টেনে নেবার। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত্বনা দেবার। উৎসাহ দেবার। কথাগুলো চিন্তা করতে করতে পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে আসত সুখেনের। চিক্ চিক্ করতে আসত চোখের কণাগুলো। বেরিয়ে আসত - 'জল'।

কিন্তু? -এ তো মায়ার সংসার। এখানে কত কিছু ঘটছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। তবুও এ পৃথিবীর গতি অক্ষুন্ন থাকবে। মানুষ, পশুপাখি, জীবজন্তু সবার জন্ম হবে - আবার বিদায়ও নেবে। কাজ কর্ম্ম থাকবে। থাকবে দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যবোধও —।

সেদিন শনিবার। সুখেন জয়েন করল ডিউটিতে। কিন্তু তার কাজে মনটা বসে না। সকাল বেলার সোনালী রৌদ্দুর আর টাটকা তাজা ফুলের গন্ধেও আকর্ষিত হয় না তার মন।

-নাঃ থাক। ভাল লাগে না। অশান্ত মন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সুখেন। ফুলের বাগানটা পেরিয়ে জঙ্গলটার দিকে । ভাবল পাখিদের কিচির মিচির কলরব শুনে মনটা হাল্কা হবে। পাখিগুলো সব কেমন আছে? এতদিনে হয়ত পক্ষী শাবক গুলো বেশ বড় হয়ে গেছে! না জানি কোথায় উড়ে গেছে? আরও পাখিদের নানান অভিযোগ থাকবে? - হয়ত তারা জিজ্ঞাসা করবে কোথায় গিয়েছিলে এতদিন? নানান চিন্তায় কৌতূহলী মন নিয়ে সুখেন বসে পড়ল জঙ্গলটার মধ্যে ঐ টিপিটায়।

- আঃ এবার একটু শান্তি পাওয়া যাবে বলে সুখেন গুণ গুণ করতে লাগল।

- কিন্তু? পরক্ষনেই প্রশ্ন জাগে-

কোথায় সেই সব পাখিদের কলরব?

শী - চি চিক্ চিক্ - কিচির মিচির কলরব? কোথায় বা সেই অভ্যর্থনা বাণী , সু ,স্বাগতম - সু - স্বাগতম। কোথায় বা তাদের অভিযোগ? আবদার? উৎপাত?

তবে কি এই কয়দিনের মধ্যেই পাখিরা তাকে ভুলে গেছে?

চলে গেছে দূরে .....? সুখেন প্রশ্নগুলো নিজেকেই করতে করতে গাছের ডালে ডালে তাকিয়ে খুঁজতে থাকে উত্তর –।

- ঐ তো পাখিগুলো - ময়না, টিয়া, কোকিল, কাকাতুয়ারা সব নিঝুম হয়ে বসে আছে।

- কিন্তু কেন? আবার সেই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল নিজের দিকেই - কেন নেই তাদের মুখের কিচির মিচির কলরব? সেই শালিক পাখি দুটোই বা কোথায়? কেন তারা কাছে আসে না? সব 'কেন' গুলোর উত্তর খুঁজতে সুখেন হন্যে হয়ে বেড়াতে লাগল এ গাছ - সে গাছে। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ নজর পড়ল - সেই শালিক পাখি দুটোর বাসাটিতে। ছোট্ট পক্ষীশাবক দুটো বেশ বড় হয়েছে। উড়ি উড়ি ছোট্ট ডানা দুটো। তবুও মনে হলো শুকনো ক্ষুধার্থ শাবকদের মুখগুলো। মাঝে মাঝে মুখ উঁচিয়ে কিছু খাবার চেষ্টা করছে। আবার নেতিয়ে পড়ছে। পিত্ পিত্ করে ক্ষীণ আওয়াজ –।

- কিন্তু কেন এমন হলো? নিজেকে প্রশ্ন করে সুখেন।

হন্যে হয়ে এদিক ওদিক খোঁজ করতে করতে দূরে একটা জায়গায় সুখেনের নজরটা থমকে গেল। তখন গোধূলির ধুলায় ধূসর বেলায় অস্তরাগের ছোঁয়া। ঘরে ফেরবার পালা। একটা ঝোঁপের পাশে সেই শালিক পাখিটা নিঝুম হয়ে বসে আছে। পাশে আরও একটা কি যেন –। কাছে যেতেই বিকট স্বরে চ্যাঁ-চ্যাঁ-চ্যাঁ করে উঠল শালিক পাখিটা –।

হায় – হায় – করে উঠল সুখেন। এ তো জোড়া শালিক পাখি গুলোর মধ্যে একটার বুকে তীর বিদ্ধ হয়ে আছে –। তবে কি সে বেঁচে নেই? মারা গেছে? এটা কি! তার নিথর দেহটা। পুরুষ পাখিটা তার সাথীর পাশে নীরবে বসে আছে নতমুখে। সুখেনও বসে পড়ল পাখিটার নিথর দেহটার পাশে।

চ্যাঁ, চ্যাঁ - বিকট শব্দ করতে করতে সুখেনের কোলে এসে পড়ল পুরুষ শালিক পাখিটা। সুখেন পাখিটার গায়ে হাত বুলিয়ে বলতে লাগল-

এ জগতে প্রতিটি জীব মরণশীল। মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ সকলেই। 'জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে।' দুঃখ করিসনে ভেঙে পড়িসনে। তোর দুটো শাবক আছে। তার প্রতি তোর দায়িত্ব আছে। কর্তব্যও আছে - সেটা তোকে পালন করতে হবে। এখন থেকে তুই ওদের মাতা ও পিতা দুটোই। ওদের পালন পোষন করে বড় করে তোল।

হয়ত সেদিনের ধূ ধূ করা চৈত্র অবসানে ঝরাপাতার মর্ম্মরে মহাকালের প্রলয় ডঙ্কার তাণ্ডবলীলায় এসেছিল অবাঞ্ছিত সেইক্ষণ।

অভিশপ্ত মধু কৃষ্ণ পঞ্চমীর নির্জন দ্বিপ্রহরে ব্যাধের মোক্ষম নিশানাটা ব্যর্থ হয়নি। লেগেছিল পাখিটার বুকে। 'তীর বিদ্ধ হয়েছিল। ছিনিয়ে নিয়েছিল পক্ষীশাবকদের 'মা' শালিকের প্রাণটাও –। ঢলে পড়েছিল মৃত্যুর কোলে...।

চৈত্র অবসানে - বেলা অবসান। কিচির মিচির করে কতগুলো সান্ধ্য পাখি জানিয়ে দিল প্রহর বার্তা।

* সুকুমার পাল
অবসর প্রাপ্ত কর্মী
সোনপুর বাজারি এরিয়া

চিত্রকলা

* মান্যতা মণ্ডল
লরেটো কনভেন্ট, আসানসোল
পিতা - ধরম মণ্ডল,
সদর দপ্তর
নিদেশক (তকনিকী)
যোজনা এবং পরিযোজনা সচিবালয়

* মাহি সরেন
গ্রীন পয়েন্ট একাডেমি
মা - নমিতা মাঝি সরেন
সদর দপ্তর

চিত্রকলা

ঐশ্বরিয়া সাধু

পিতা - অরুন কুমার সাধু
কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট,
সদর দপ্তর

নিবেদন

প্রকাশিত হল ''মৃদঙ্গার''-এর ষষ্ঠ সংখ্যা। পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যার জন্য ইসিএল-এর আধিকারিক, কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যাদের থেকে নিবন্ধ, কবিতা, কোম্পানি সম্পর্কে ইতিবাচক লেখা, সমসাময়িক প্রবন্ধ, পরিবেশ, ছোট গল্প, স্মৃতি কথা, স্মরণ, প্রেরণা, স্ত্রীশক্তি সম্পর্কিত, বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি, চিত্রকলা, সঙ্গীত বিষয়ক নিবন্ধ, প্রেরণাদায়ক ছবি (ফটো), শব্দ ছক ইত্যাদি আমন্ত্রণ করা হচ্ছে। আপনাদের রচনা A-4 সাইজ কাগজে বাংলাতে পরিস্কার ভাবে টাইপ করা অথবা স্পষ্ট হস্তাক্ষরে থাকা প্রয়োজন।

অনুগ্রহ করে আপনি এবং আপনার অধীনস্ত কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যাদের মৌলিক এবং অপ্রকাশিত রচনা পাঠানোর জন্য উৎসাহিত করুন।

ডাক এবং ই-মেলের মাধ্যমে রচনাগুলি পাঠাতে পারেন। রচনার সাথে নিজের ফটো এবং ফোন নং পাঠাবেন।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্ লিমিটেড, অধ্যক্ষ তথা পরিচালন অধিকর্তার কার্যালয়, রাজভাষা বিভাগ, সাঁকতোড়িয়া, পো: ডিসেরগড়, জেলা: পশ্চিম বর্ধমান, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩৩৩৩, ইমেল : hodrajbhasa.ecl@coalindia.in এবং ecl.hq.rajbhasha@gmail.com

Ridge